ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-324 ■ 24 August, 2026 ■ আগরতলা ২৪ আগস্ট, ২০২৬ ইং ■ ৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারী বর্ষণে প্লাবিত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ১৭টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়ে ১৩৫২ জন

হাওড়ার জল বিপদসীমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। গতকালকের প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বন্যার সম্মুখীন আড়ালিয়া, চন্দ্রপুর ও বলদাখাল এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা বিস্তীর্ণ অংশ। গতকাল ভারী বর্ষণের ফলে বলদাখালসহ বিভিন্ন এলাকার নদী ও খালের জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যায়। এর জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে একাধিক বাড়িঘর ও আশপাশের এলাকা। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে মোট ১৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে বর্তমানে ৪১০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। মোট আশ্রিতের সংখ্যা ১,৩৫২ জন।

হাওড়া নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। ভোররাত প্রায় ৪টা থেকে নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়তে শুরু করায় ইতিমধ্যেই বলদাখাল, চাম্পামুড়া, শ্রীলঙ্কা বস্তি-সহ নদী সংলগ্ন একাধিক নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও আশপাশের নিচু এলাকায় জল ঢুকে পড়ায় ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। রানীবাজার, চৌদ্দ দেবতাবাড়ি-সহ আরও বেশ কিছু এলাকাতেও জল বাড়ছে বলে খবর। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুর্গত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ জানিয়েছেন যে, রাজ্যে বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কিছু স্থায়ী পদক্ষেপ নেবে। পাশাপাশি তিনি জানান, সরকার সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং প্রত্যেকে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

এদিন রাজধানীর বিবেকানন্দ স্কুল, বরদোয়ালী ও আশ্রম চৌমুহনীর বিভিন্ন বন্যা দুর্গত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন এবং দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি শুনেছি খোয়াই ও পশ্চিম জেলায় আচমকা জল ঢুকে পড়েছে। পশ্চিম জেলায় বড়মুড়া পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির কারণে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। *প্রবল বর্ষণের জেরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ, ত্রাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা* ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হাওড়া কাটাখালের বাঁধ সংস্কার ও ড্রেজিংয়ের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশির ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ তুলে একাধিক দাবি জানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, সাড়ে আট বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তার প্রতিফলন বাস্তব জীবনে রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে না। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, রাজ্যের জাতীয় সড়কসহ প্রায় ৯৫ শতাংশ রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এর পাশাপাশি সামান্য বৃষ্টিতেই নদী-নালা জলমগ্ন হয়ে কৃষিজমি, বাড়িঘর ও সড়কপথ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের উত্থান বিশ্বব্যাপী ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস)।। জাতীয় মহাকাশ দিবসে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বব্যাপী উত্থান, বিশেষ করে বেসরকারি মহাকাশ ক্ষেত্রের অগ্রগতি, দেশটিকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি 'আকর্ষণের কেন্দ্র' করে তুলেছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি বিশ্ব মঞ্চে দেশের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির স্পষ্ট প্রতিফলন। অযোধ্যায় তাঁর বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এটি পরিবর্তনের একটি নতুন চক্রের সূচনা এবং এই নতুন পর্যায়ে ভারত মহাকাশ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যবস্থায় নিজের অবস্থান ক্রমশ শক্তিশালী করছে।

তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্য পূরণে মহাকাশ ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দেশের বেসরকারি মহাকাশ ক্ষেত্রের প্রশংসা করে মোদি বলেন, ভারতের বেসরকারি মহাকাশ প্রতিভা বিশ্বে নিজেদের পরিচয় তৈরি করছে। আজ ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্র বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জেন জি'-র ইঞ্জিনিয়ার, ডিজাইনার, কোডার ও বিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তি তৈরি করছেন। প্রপালশন সিস্টেম, কম্পোজিট উপাদান, রকেট স্টেজ থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্মএমন বহু ক্ষেত্রে ভারতের তরুণরা কাজ করছেন, যা কয়েক বছর আগেও কল্পনা করা কঠিন ছিল।

তিনি বলেন, ইসরোর সাফল্য দেশের পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করছে। ইসরোর সাফল্য দেখে বহু শিশু ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতে প্রতি বছর ২৩ আগস্ট জাতীয় মহাকাশ দিবস পালিত হয়। ২০২৩ সালের এই দিনে চন্দ্রযান-৩-এর বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে সফলভাবে অবতরণ করেছিল। এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলে সফলভাবে অবতরণকারী বিশ্বের প্রথম দেশ হয়ে ওঠে ভারত। এই সাফল্য ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অগ্রগতি তুলে ধরে।

জাতীয় মহাকাশ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ আগষ্ট ।। সিপিআইএম কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চারজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন লালসিংমুড়া রাঙাপানিয়া এলাকায়। আহতদের প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গবাদি পশুকে খের খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে রবিবার সন্ধ্যায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন সিপিআইএম কর্মীর সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা বাধে। পরবর্তীতে বচসা হাতাহাতির রূপ নেয় এবং চার বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন তাসলিমা আক্তার, আম্বিয়া খাতুন, বিকাশ মিয়া এবং বিকাশ মিয়ার স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত তাসলিমা আক্তারের অভিযোগ, রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁদের আগে থেকেই বিরোধ চলছিল। রবিবারের ঘটনাটি সেই পুরনো বিরোধেরই বহিঃপ্রকাশ বলে তাঁর দাবি। অভিযোগের তির সোনু মিয়া, হারিফ মিয়া, মুন্না মিয়া, লিটন মিয়া এবং বাপন মিয়ার দিকে। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নদিতে শলিল সমাধি ৮ বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ আগষ্ট ।। নদীর জলে তলিয়ে নিখোঁজ ৮ বছরের এক শিশু। রবিবার বিকেলে বিশালগড় থানাধীন নবীনগর মুক্তুল হোসেন পাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিখোঁজ শিশুটির নাম আজমির ইসলাম, বয়স ৮ বছর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে আজমির ইসলাম এলাকার অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে নদীর পাড়ে খেলছিল। সেই সময় আচমকাই সে নদীর জলে তলিয়ে যায়। বিষয়টি নজরে আসার পর স্থানীয়রা দ্রুত খবর দেন দমকল বাহিনী ও এনডিআরএফ কর্মীদের। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে দমকল ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহকদের স্বার্থে আন্দোলনের ডাক বিদ্যুৎ কনজিউমার অ্যাসো'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল, ফিক্সড চার্জ, ডিউটি চার্জ ও এফপিপিসিএ চার্জ প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার বাতিলসহ সাত দফা দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার রাজধানীর রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণী হলে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিলন চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কনভেনর সঞ্জয় চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল, ফিক্সড চার্জ, ডিউটি চার্জ এবং এফপিপিসিএ চার্জ প্রত্যাহারের দাবি জানান। তাঁর দাবি, গ্রাহকদের উপর এই অতিরিক্ত চার্জ চাপানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সঞ্জয় চৌধুরীর অভিযোগ, বিদ্যুৎ নিগমের মাত্রাতিরিক্ত প্রশাসনিক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সুপ্রিমকোর্টের বিশেষ লোক আদালত, ৭টি মামলার নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ লোক আদালতে ত্রিপুরার সাতটি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। রবিবার সমাধান সমারোহ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ লোক আদালতে এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি হয় বলে জানিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব বেদ প্রতিম দেববর্মা জানান, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত চার বিচারপতির বেঞ্চে ত্রিপুরার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

এক রাতে চার বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ আগষ্ট ।। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ননজলা এলাকায় এক রাতেই পরপর চারটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার গভীর রাতে একের পর এক বাড়িতে চোরের হানা দেওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা গেছে, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোরেরা ননজলা এলাকার চারটি বাড়িতে প্রবেশ করে চুরি করে পালিয়ে যায়। সকালে বাড়ির সদস্যরা বিষয়টি টের পেতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকুচিত ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। আগামী ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন। তার আগে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) প্রদান এবং অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবিতে রাজপথে নামল বামপন্থী সরকারি কর্মচারী সংগঠন ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি। রবিবার আগরতলা শহরে সংগঠনের উদ্যোগে একটি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতা ও বকেয়া ১৯ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদানসহ একাধিক দাবিতে মিছিল করেন সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের আদলে রাজ্যেও দ্রুত অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়।

মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় একটি সভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিজেপি, তিপরা মথা ও আইপিএফটি জোট সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবিকে উপেক্ষা করছে সরকার। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের মেয়াদ আর বেশি দিন নেই। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে বিজেপি শিক্ষক, কর্মচারী ও বেকার যুবকদের সামনে একের পর এক প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিপুল সংখ্যক চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও গত আট বছরে সেই প্রতিশ্রুতি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ওড়িশা উপকূলে ডুবল কার্গো জাহাজ নিখোঁজ ২২ ক্রু

ভুবনেশ্বর, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস)।। বঙ্গোপসাগরে ওড়িশা উপকূলের প্রায় ২৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে পানামার পতাকাবাহী কার্গো জাহাজ এমভি ওশান-উইনার ডুবে যাওয়ার পর ২৪ জন ক্রু সদস্যের মধ্যে দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ২২ জন নিখোঁজ এবং তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড।

শনিবার ওড়িশা উপকূল থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পূর্বে জাহাজটি ডুবে যায়। জাহাজটি গত ২০ আগস্ট রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ড্রেন নির্মাণ না হওয়ায় জলমগ্ন বাড়িঘর, ক্ষুব্ধ জনতার পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ চললেও রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ না হওয়ায় বৃষ্টির ফলে রাস্তার জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চম্পকনগর এলাকার একাধিক বাড়িঘর, পুকুর ও কৃষিজমি। প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে শনিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হওয়ার পর রাস্তার পাশে ড্রেন না থাকায় বৃষ্টির জল সরাসরি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। এর আগেও একই সমস্যার প্রতিবাদে এলাকায় অবরোধ করেছিলেন তাঁরা। সেই সময় জিরানিয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ড্রেন নির্মাণ করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই আশ্বাসের প্রায় তিন মাস পরেও ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

ফলে গত রাতের প্রবল বৃষ্টির পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাস্তার জল ঢুকে পড়ে একাধিক বাড়িতে। জলমগ্ন হয়ে পড়ে পুকুর ও জমিও। স্থানীয়দের দাবি, জল ঢুকে বাড়িঘরের পাশাপাশি পুকুরের মাছও ভেসে গেছে। অনেক পরিবার বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারছে না। জলমগ্ন হয়ে আছে এলাকার বাড়িঘরগুলি।

বিক্ষোভকারী এক স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ জানান, রাস্তার জল সরাসরি বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আগেও অবরোধের সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ড্রেন তৈরির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কাজ হয়নি। তাঁর দাবি, "আমরা অন্য কিছু চাই না। দ্রুত ড্রেন তৈরি করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হলেই মানুষের বাড়িঘর বাঁচবে।"

এদিন সমস্যার সমাধানের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ২৪ আগস্ট, ২০২৬ ইং
৬ ভাদ্র, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশের ভয়ংকর প্রবণতা

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা রীতিমতো দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়াছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে সীমান্তী বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অনুপ্রবেশ অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে করিতেছেন দেশবাসী। অনুপ্রবেশ ঠেকাইতে বিএসএফ সহ প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু অনুপ্রবেশের ঘটনায় নয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চোরা চালান এবং নেশা সামগ্রীর অবাধ পাচার অব্যাহত রহিয়াছে। এমনকি অস্ত্রশস্ত্র পাচারের ঘটনাও ঘটিতেছে। শুধু তাই নয়, রাজধানীর আগরতলা শহর সংলগ্ন, লঙ্কামুড়া সীমান্ত গ্রামে ধানক্ষেত থেকে ড্রোন উদ্ধারের ঘটনা উদ্বেগ ও উৎকন্ঠাকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উদ্ধারকৃত ড্রোনটি চিনে তৈরি বলিয়া জানা গিয়াছে। ধারণা করা হইতেছে এই ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আনাগোনা নজরদারি করা হইয়াছিল। স্বাভাবিক কারণেই বিষয়টি অতি স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়াই নয় সীমান্তবর্তী অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও অনুপ্রবেশের ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিএসএফ তৎপর হইলো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

বি এস এফের অতন্দ্র প্রহরা ও চোখকে ধুলো দিয়া ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার

হইয়া পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মত সীমান্ত রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ জনিত সমস্যা নিয়া চাপে পড়িয়াছে কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী শাসক দল বিজেপি।শুধু বিজেপি বিরোধী কংগ্রেস, তৃণমুল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট শরিকরাই নয়, এ নিয়া ক্ষোভের পারদ চড়িয়াছে ত্রিপুরার বিজেপির জোট সঙ্গী উপজাতি সংগঠন তিপ্রা মথা ও অসম গণ পরিষদ নেতৃত্বের মধ্যে। ত্রিপুরায় তিপ্রা মথার নেতাদের অভিযোগ ২০১৮ সাল থেকে ২০২৫ এই সাত বছর বিজেপি শাসনে ত্রিপুরায় এখনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলিয়াছে। তাহা ঠেকাইতে ব্যর্থ বি এস এফ ও বিজেপি সরকার। অসমে বিজেপির শরিক অসম গণ পরিষদ এখন রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হইতেছে বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অসম, ত্রিপুরা এমন কি মেঘালযে অনুপ্রবেশ হইতেছে বলিয়া অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়িয়াছে অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।অন্যদিকে অসমে এন আর সির নামে হিন্দু বাঙ্গালীদের হেনস্থার অভিযোগে মুখর অসমের কংগ্রেস ও বাম দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে হিন্দু বাঙ্গালী ও রাজবংশি চার নাগরিককে অসম থেকে এন আর সি নোটিশ পাঠানোয় ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।অসমে এন আর সির প্রকাশিত তালিকায় ১৮ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালীর নাম বাদ পড়ার অস্বস্তি তৈরি হইয়াছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বে। বিজেপির অন্দর মহলের আশঙ্কা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অসমের হিন্দু বাঙ্গালীদের একাংশের মধ্যে বিজেপি বিরোধী চোরাস্রোত বইয়া চলিয়াছে। অসমে বাংলাভাষী হিন্দু এলাকায় এন আর সিতে ১৮৭ লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ পড়ার বরাক উপত্যকা সহ বাংলাভাষী প্রধান এলাকায় প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়াছে বিজেপি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আডভেঞ্চারইজনে বাংলাভাষী হিন্দুরা বেশি বিপাকে। পশ্চিমবঙ্গেও অসমে এন আর সিতে হিন্দুদের ১৮ লক্ষ নাম বাদ পড়ার ইস্যুকে কাজে লাগাইতে চাইছে রাজনৈতিক মহল।

কাউন্সিলর সীমা দেবনাথের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সমস্যা, ক্ষোভ স্থানীয়দের

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ধলেশ্বর ১৩ নম্বর রোড দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। রাস্তার অধিকাংশ অংশ বর্তমানে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। ফলে প্রতিদিন যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, ওই রাস্তার পাশেই রয়েছে নাইটিংগেল নার্সিং হোমের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রতিদিন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীসহ বহু মানুষের যাতায়াত রয়েছে। এছাড়াও এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন শতাধিক যানবাহন চলাচল করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

শুধু রাস্তার বেহাল দশাই নয়, সামান্য বৃষ্টি হলেই গোটা রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে বলেও অভিযোগ। এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে সমস্যা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। এলাকায় কভার ড্রেনের কাজও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর প্রশ্ন, গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে এতটা গাফিলতি কেন? দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং অসম্পূর্ণ ড্রেনের কাজ সম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার বিষয়, সমস্যাটি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতটা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এক নম্বর টিলা হৈচৈকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে সাব্রুম বিন্দাস বয়েস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ আগস্ট: বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল সাব্রুম বিন্দাস বয়েস। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে এক নম্বর টিলা হৈচৈকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা।

রবিবার বিকেল ৪টায় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে সাব্রুম বিন্দাস বয়েস। ম্যাচের ১১ মিনিটের মাথায় কিউভিন ভ্রাইজলন গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আর কোনও গোল না হওয়ায় ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় বিন্দাস বয়েস।

দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে সাব্রুমের দল। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে আদিত্য সইকিয়া এবং ৫৩ মিনিটে ফাগুরাম থারু গোল করে দলের ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। ফলে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় বিন্দাস বয়েস।

তবে ম্যাচের ৬১ মিনিটে এক নম্বর টিলা হৈচৈয়ের হয়ে রনিক একটি গোল শোধ করেন। এরপর গোলের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করলেও আর সফল হতে পারেনি হৈচৈ। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় সাব্রুম বিন্দাস বয়েস।

ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি অভিজিৎ দাস, সঞ্জয় বিশ্বাস ও অসীম বৈদ্য। টানা জয়ের ধারায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ফাইনালের জায়গা নিশ্চিত করেছে সাব্রুম বিন্দাস বয়েস। ম্যাচ ঘিরে মাঠে দর্শকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা

ভারতের অগ্রগতির বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে

শ্রী রাজেশ আগরওয়াল

স্বচ্ছতা হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) একটি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, যার অন্যতম একটি কৌশল বা পদ্ধতি হলো "বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা"। এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর ও নিয়মিত "সহকর্মী-পর্যালোচনা" প্রক্রিয়া, যেখানে সংস্থার সচিবালয় কোনো সদস্য দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি- সহ তাদের বাণিজ্য নীতি ও কার্যক্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে। একইসাথে, এই প্রক্রিয়াজুড়ে অন্যান্য সদস্য দেশগুলো অত্যন্ত চিন্তাশীল, সুনির্দিষ্ট এবং প্রায়শই সমালোচনামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। ২০২৬ সালের জুলাইয়ের শেষভাগে ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় তার অষ্টম বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা (টিপিআর) সম্পন্ন করে। এই প্রক্রিয়ায় কয়েক মাসব্যাপী প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিলযার মধ্যে ছিল সচিবালয়ের কর্মীদের সরেজমিন পরিদর্শন, বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে ১,১০০-এরও বেশি প্রশ্ন ও মতামত বিনিময় এবং ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান। সদস্য দেশগুলোর সবার সামনে নিজের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন-বিষয়ক লক্ষ্য তুলে ধরার এবং কীভাবে ভারত বৈশ্বিক সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে, তা ব্যাখ্যা করার এটি ছিল একটি বিশেষ সুযোগ। ভারতের পূর্ববর্তী বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনাটি হয়েছিল ২০২১ সালে, যা ছিল নজিরবিহীন কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে পরিচালিত। স্বাস্থ্যসংকট নিয়ন্ত্রণে এলেও, সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং জ্বালানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের তীব্র ঘাটতি বেড়েছে। মহামারিজনিত সংকট থেকে বিশ্ব ঘুরে দাঁড়ালেও, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটার ফলে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, অষ্টম পর্যালোচনাটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরেছে: প্রধান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ভারত প্রবৃদ্ধির দিক থেকে অন্যতম শক্তিশালী অবস্থানে উঠে এসেছে, বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের উপস্থিতি সম্প্রসারিত করেছে এবং ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলো "বিকশিত ভারত@২০৪৭" লক্ষ্য অর্জনে ভারতের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তারা স্বীকার করেছে যে, ভারতের শক্তিশালী ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা এবং দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তর এসবই ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে দেশটির অবিচল অগ্রযাত্রাকে নির্দেশ করে।

এবারের পর্যালোচনার গভীরতা ও ব্যাপকতা নিজেই অনেক কিছু প্রকাশ করেছে। ভারতের বাণিজ্য, নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রতি গভীর আগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে, বিভিন্ন খাতের বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে এই পর্যালোচনায় অত্যন্ত ব্যাপক ও ধারাবাহিক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। সদস্য দেশগুলো ভারতের অর্থনৈতিক সহনশীলতা এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে গঠনমূলক সম্পৃক্ততার ব্যাপক প্রশংসা করেছে। একইসাথে তারা ডিজিটাল উদ্ভাবন, কাস্টমস ও বাণিজ্য সহজীকরণ, স্টার্ট-আপ এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের সফলতার বিষয়গুলোও বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। সুতরাং, এই অংশগ্রহণের ব্যাপকতা কেবল কঠোর পর্যালোচনার মাপকাঠিই নয়; এটি ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতি বর্তমান আগ্রহেরও একটি ইঙ্গিত।

এই রূপান্তরটি স্পষ্ট পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে ভারতের অর্থনীতি গড়ে বার্ষিক প্রায় ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে মোট রপ্তানি রেকর্ড ৮৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে; এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি ছিল ৪৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতের রপ্তানি ছিল ৪২১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বেশ কয়েকজন সদস্য ভারতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের খাতের চিত্তাকর্ষক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সপ্তম বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা (টিচিআর)-এর পরবর্তী সময়কালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাতে ভারতের সক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছে; একই সাথে এটি ভারতের বাণিজ্য অংশীদারদের জন্য দেশটির প্রবৃদ্ধির যাত্রায় অংশীদার হওয়ার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পর্যালোচনাকালীন সময়ে ভারত তার অর্থনৈতিক গতি পুনরুদ্ধার করেছে এবং বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবাউভয় ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

সম্ভবত ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতির ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরটি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। 'ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার' বা ডিপিআই (ডিপিআই)- এর কল্যাণে ভারত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে; এর মধ্যে কেবল 'ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস' বা ইউপিআই (ইউপিআই)-ই ভারতের ডিজিটাল লেনদেনের ৮৫ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী রিয়েল-টাইম পেমেন্ট বা তাৎক্ষণিক লেনদেনের পরিমাণের প্রায় ৪৯ শতাংশ সম্পন্ন করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) সদস্যরা ডিপিআই-এর ক্ষেত্রে ভারতের অর্জনের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতের ডিজিটাল ও উন্নয়ন-কেন্দ্রিক সংস্কারগুলোকে এমন এক দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা নিজস্ব ডিজিটাল রূপান্তরের পথে থাকা উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য-কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক: উন্মুক্ত বাণিজ্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি লেনদেনের খরচ কমিয়ে আনছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগসহ বিভিন্ন ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। ভারতের বাণিজ্য নীতি ক্রমশ বহির্মুখী হয়ে উঠছে; উন্নত ও উন্নয়নশীলউভয় ধরনের অর্থনীতির সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) একটি ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক বর্তমানে কার্যকর রয়েছে বা আলোচনার পর্যায়ে আছে। এই সম্প্রসারণ অংশীদারিত্বে বৈচিত্র্য আনা এবং ভারতীয় পণ্য ও সেবার জন্য বৃহত্তর বাজার সুবিধা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকেই প্রতিফলিত করে। একই সাথে, বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা (টিপিআর) বিষয়ক আলোচনায় যেমনটি উঠে এসেছে, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউডিও) বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতিও দেশটির অবিচল ও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বজায় রয়েছে।

তবে, টিচিআর-এর মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, অধিকতর উন্মুক্ততার অর্থ এই নয় যে ভারতকে তার যৌক্তিক জননীতি বা জনস্বার্থের বিষয়গুলো বিসর্জন দিতে হবে। ভারত সদস্য দেশগুলোকে আশ্বস্ত করেছে যে, বিশ্ববাজারের সাথে একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে তারা এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করবে যা একই সাথে দেশের নিজস্ব উন্নয়নমূলক বাস্তবতাকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিসর বা নমনীয়তা বজায় রাখবে। কৃষি খাতের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে দৃশ্যমান; এখানে ভারত কৃষকদের জীবিকা রক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। গুণমান নিয়ন্ত্রণ আদেশ এবং কারিগরি বিধিমালার মতো বিষয়গুলোতে ভারত স্বচ্ছতা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ এবং ডব্লিটিও-এর নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং এ বিষয়ে সদস্য দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

"আত্মনির্ভর ভারত"- এর ধারণাটির আরও সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ এখানেই নিহিত। স্বনির্ভরতার অর্থ বিশ্ব অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা নয়। ভারতের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলোক্রমশ নিজস্ব সক্ষমতা, শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল-ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা গড়ে তোলা, যাতে দেশটি অধিকতর শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। গত পাঁচ বছরের কার্যক্রম ইঙ্গিত দেয় যে, ভারত ঠিক এই ভারসাম্যটিই বজায় রাখার চেষ্টা করছে: যেখানে সুযোগ সৃষ্টি হয় সেখানে অধিকতর উন্মুক্ততা গ্রহণ করা, এবং একই সাথে যৌক্তিক অভ্যন্তরীণ স্বার্থ রক্ষার সক্ষমতা বজায় রাখা। এমন এক সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যখন একতরফা পদক্ষেপ, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার ওপর আস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই, ডব্লিউটিও-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি পূর্বাভাসযোগ্য, নিয়ম-ভিত্তিক এবং উন্নয়ন-মুখী বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি কেবল নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। ভারতের বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনার চেয়ারপারসন তাঁর সমাপনী বক্তব্যে যেমনটি উল্লেখ করেছেন, ভারতের প্রতিনিধিদল টিপিআর প্রক্রিয়া এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি তাদের গভীর গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সুতরাং, অষ্টম টিপিআর একটি বৃহত্তর বার্তা প্রদান করে: ভারত এমন কোনো সদস্য রাষ্ট্র নয় যারা বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বরং এটি এমন একটি অর্থনীতি যা প্রগতিকে আলিঙ্গন করতে এবং বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে আরও গভীরভাবে একীভূত হতে সচেষ্ট; এবং একই সাথে তারা নিশ্চিত করছে যে, এই একীভূতকরণ প্রক্রিয়া যেন তাদের উন্নয়ন অগ্রাধিকার, অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

(লেখক ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য দপ্তরের সচিব)

থালায় পুষ্টি; স্কুলে আশা

পশ্চিমবঙ্গের মিড ডে মিল ও নতুন সমীকরণ..

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

স্কুলের ঘন্টা বাজার পর যখন বারান্দা ঘেঁষে পাত পড়ে; তখন কেবল ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না; তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের ভবিষ্যৎ ও সামাজিক সমতার এক নীরব বিপ্লব। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় স্তরে 'মিড-ডে মিল' বা বর্তমানে 'প্রধানমন্ত্রী পোষণ স্কিম' দীর্ঘদিন ধরেই প্রাথমিক ও উচ্চ- প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির হার বাড়ানো; ঝরে পড়া আটকানো এবং বিশেষ করে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেবল খাদ্য পরিবেশন নয়; খাদ্যের গুণগত মান; পরিচ্ছন্নতা; পুষ্টিগুণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশ্নে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে রাজ্য সরকার ও এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগ। বিশেষ করে 'অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন'- এর মতো সেন্ট্রাল কিচেন ভিত্তিক পেশাদার সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে মিড-ডে মিল পরিচালনার উদ্যোগ এ রাজ্যে এক যুগান্তকারী ও বহুমাত্রিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো বিপুল জনঘনত্ব এবং আর্থ -সামাজিক বৈচিত্র্যের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কেবল বিনামূল্যে বই বা পোশাক দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। গ্রামীণ ও শহরতলীর অনেক পরিবারের কাছেই স্কুলে দেওয়া এই একবেলা গরম খাবার শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিবারের দৈনিক খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম ভরসা। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি শিশু প্রতিদিন স্কুলে রান্না করা খাবার পেয়ে আসছে।

তবে ঐতিহ্যবাহী এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু কাঠামোগত ও পরিচালনগত চ্যালেঞ্জ এতদিন ধরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল--- ১.অনেক স্কুলেই রান্নার তদারকি; চাল-ডাল সবজির হিসেব রাখা এবং রান্নার পরিবেশ তদারকি করতে গিয়ে শিক্ষকদের মূল কাজ অর্থাৎ পঠনপাঠন ব্যাহত হতো। ২.সব স্কুলে আদর্শ রান্নাঘর বা পরিচ্ছন্ন জলের পরিকাঠামো না থাকায় খাদ্যসুরক্ষা নিয়ে প্রায়শই নানা অভিযোগ উঠত। ৩.বিভিন্ন স্কুলে খাদ্যের মান ও পুষ্টির ভারসাম্যে তারতম্য থেকে যেত। এই বাস্তবতায়; কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতা এবং 'অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন'- এর মতো বিশ্বমানের প্রযুক্তি ও আধুনিক পরি কাঠামো যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রবেশ মিড-ডে মিল ব্যবস্থার এক বড় রূপান্তর ঘটায়। রাজ্যের প্রথম কলকাতাতে আধুনিক মেকানাইজড বা স্বয়ংক্রিয় 'সেন্ট্রাল কিচেন' স্থাপনের মাধ্যমে তারা হাজার হাজার শিশুর খাবার একসাথে তৈরি ও সরবরাহ করার কাজ শুরু করে।

এই মডেলটির বিশেষত্ব হলো..
১.অতি অল্প সময়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে হাজার হাজার লিটার ডাল বা হাজার হাজার রুটি-ভাত তৈরির প্রযুক্তিগত সুবিধা।
২. কঠোর আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি (HACCP স্ট্যান্ডার্ড) মেনে খাবার তৈরি এবং পুষ্টিবিজ্ঞানীদের পরামর্শে প্রতিদিনের খাবারে প্রোটিন; ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় ক্যালোরি নিশ্চিত করা। ৩. খাবার সরাসরি টিফিন বক্সে তৈরি অবস্থায় স্কুলে পৌঁছানোর ফলে শিক্ষকরা রান্নার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন এবং পুরো সময় পঠনপাঠনে দিতে পারেন। রাজ্য সরকার এবং 'অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশনের' এই যৌথ প্রয়াস নিশ্চিতভাবেই প্রশংসনীয়; তবে এর সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের দুটি ভিন্ন দিক রয়েছে। ১.শহরাঞ্চল ও আধা-শহরাঞ্চলের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য সুনিশ্চিত করতে সেন্ট্রাল কিচেন মডেল অত্যন্ত কার্যকর। এতে খাবারের মান নিয়ে দুশ্চিন্তা কমে এবং সময়মতো প্রতিটি স্কুলে খাবার পৌঁছানো নিশ্চিত হয়। শিশুদের মধ্যেও একটি পরিচ্ছন্ন ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। ২. গ্রামবাংলায় যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী(ছত্রন্ত্র ছত্রনদ্ম ওন্দ্রস্দ্মন্/ ছছও)হাজার হাজার মহিলা মিড-ডে মিল রান্নার মাধ্যমে তাঁদের ন্যূনতম রোজগার খুঁজে পান; সেখানে পুরো ব্যবস্থাকে সেন্ট্রাল কিচেনে স্থানান্তরিত করা বাস্তবসম্মত নয়। স্থানীয় মহিলাদের এই অর্থনীতি কেবল তাঁদের স্বাবলম্বী করে না; বরং সামাজিক ক্ষমতায়নেও সাহায্য করে। ৩. বাঙালি শিশুদের খাদ্য তালিকায় ভাত; ডাল সবজির পাশাপাশি ডিম বা মাছের মতো প্রাতিষ্ঠানিক প্রোটিনের গুরুত্ব অপরিসীম। সেন্ট্রাল কিচেন পরিচালনার ক্ষেত্রে মেনু কতটা স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসের সাথে মানানসই থাকছে এবং বৈচিত্র্য বজায় থাকছে ; তা প্রতিনিয়ত পর্যালোচনার দাবি রাখে।

পশ্চিমবঙ্গের মিড-ডে মিলের গুণগতমান বাড়াতে এবং অপুষ্টিমুক্ত সমাজ গড়তে একটা দ্বিমুখী বা 'হাইব্রিড মডেল' সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হতে পারে.. ১. বড় শহর ও ঘনবসতিপূর্ণ জেলায় অক্ষয় পাত্রের মতো অভিজ্ঞ সংস্থার সেন্ট্রাল কিচেন ব্যবস্থার সর্বাধিক ব্যবহার করা উচিত; যেখানে জায়গা ও পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। ২. দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকেই ধরে রাখতে হবে; তবে তাদের রান্নার স্থানকে আধুনিক; পরিচ্ছন্ন; এবং ধোঁয়ামুক্ত করতে রাজ্য সরকারের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে এই মহিলাদের স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টির বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

৩.সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে ডিম বা স্থানীয় মৌসুমী ফল ও পুষ্টিকর উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার যে উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছে; তা সেন্ট্রাল কিচেন বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী উভয় মাধ্যমেই কঠোর ভাবে বজায় রাখতে হবে।৪.অভিভাবক; শিক্ষক ও স্থানীয় পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা নিয়মিত খাবারের মান পরীক্ষা করা উচিত। শিশুর বিকাশ এবং শিক্ষার অধিকার কেবল বইয়ের পাতার অ্যাকাডেমিক চর্চায় সীমাবদ্ধ থাকে না; তার ভিত্তি গড়ে ওঠে পুষ্টিকর থালা এবং সুস্থ শরীরে। পশ্চিমবঙ্গের মিড-ডে মিল ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সদিচ্ছা এবং 'অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন'- এর মতো পেশাদার সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার এই সংযোগ এক আশাব্যঞ্জক দিকচিহ্ন। প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার সঙ্গে যদি স্থানীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান এবং ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটানো যায়; তবে তা কেবল শিশুদের অপুষ্টি দূর করবে না রাজ্যকে এক সুস্থ; শিক্ষিত ও প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পাতের খাবার যখন বিষাদ নয়; হাসি ফুটায় কোমল মুখে; তখনই একটি সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি সূচিত হয়।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে টিটিএএডিসি দিবস পালন। ছবি নিজস্ব

মণিপুরে ৮ জঙ্গি গ্রেফতার, ধৃতদের মধ্যে এনআইএ মামলার পলাতক অভিযুক্তও

ইম্ফল, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় পৃথক যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠনের ৮ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতদের মধ্যে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র মামলায় ঘোষিত পলাতক অভিযুক্ত এবং একাধিক নিষিদ্ধ সংগঠনের স্বঘোষিত কমান্ডারও রয়েছেন বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, মণিপুর পুলিশ, অসম রাইফেলস এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনী সমন্বিতভাবে অভিযান চালিয়ে থৌবাল, কাকচিং, তেংনোপাল, ইম্ফল পূর্ব এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলা থেকে এই ৮ জনকে গ্রেফতার করে।

ধৃতরা নিষিদ্ধ পিপলস লিবারেশন আর্মি ও তাদের রাজনৈতিক শাখা রেভলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট, পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অব কাংলেইপাক, কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ এবং কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-এর সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের দাবি, ধৃত জঙ্গিরা সাধারণ মানুষের উপর হামলা, অপহরণ, জোর করে 'চাঁদা' আদায় এবং নিষিদ্ধ সংগঠনে যুবকদের নিয়োগের মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক ও বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল।

ধৃত ৮ জনের মধ্যে দু'জনকে পিএলএ-র স্বঘোষিত ক্যাপ্টেন থিয়াম বোইচা সিং ওরফে বালিন (২৮) এবং কেওয়াইকেএল-এর স্বঘোষিত ক্যাপ্টেন চোংথম লুখোই ওরফে রাকেশ (৪৫) হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে থিয়াম বোইচা সিংয়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, ২০২১ সালের ১৩ নভেম্বর চুরাচাঁদপুর জেলার বেহিয়াংয়ে অসম রাইফেলসের জওয়ান এবং আরও ছয়জনের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত দলের সদস্য ছিল সে।

পুলিশের দাবি, ওই ঘটনায় এনআইএ-র তদন্তাধীন মামলায় থিয়াম বোইচা সিং তৃতীয় অভিযুক্ত এবং তাকে ঘোষিত পলাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি, চাঁদা আদায়ের রসিদ, নগদ টাকা, নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির সিল, লেটারহেড এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।এদিকে, মণিপুরে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও মণিপুর পুলিশের যৌথ উদ্যোগে জঙ্গিবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকা, মিশ্র জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর এলাকায় তল্লাশি ও এলাকা নিয়ন্ত্রণের অভিযান চালানো হচ্ছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে উপত্যকা ও পার্বত্য জেলাগুলিতে মোট ১১১টি নাকা ও চেকপয়েন্ট বসানো হয়েছে। সেখানে জঙ্গি, সমাজবিরোধী ব্যক্তি এবং সন্দেহজনক যানবাহনের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বহনকারী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। সড়কের স্পর্শকাতর অংশগুলিতে কনভয় সুরক্ষা এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

'বন্দে মাতরম' হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা নয়, ভারতমাতার বন্দনা: বাবা রামদেব

হরিদ্বার, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): 'বন্দে মাতরম'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ গাওয়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই রবিবার যোগগুরু বাবা রামদেব দাবি করলেন, জাতীয় সঙ্গীতের এই গান কোনও হিন্দু দেবদেবীর সরাসরি উপাসনা নয়, বরং 'ভারতমাতার বন্দনা'কে তুলে ধরে।

উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রামদেব বলেন, "আমরা ভারতমাতাকে দুর্গা, লক্ষ্মী হিসেবে দেখি। তিনি আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞান, মন্দির এবং যিনি আমাদের রক্ষা ও শক্তি দেন। তিনি আমাদের কাছে সর্বোচ্চ এবং ভক্তি ও আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত প্রতীক।"

'বন্দে মাতরম'-এ দেবদেবী, মঠ বা মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে বলে যারা মনে করেন, তাদের সংস্কৃত সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন রামদেব। তাঁর কথায়, ভারতমাতাই জ্ঞান, বিশ্বাস, মন্দির, উপাসনা, কর্তব্য, লক্ষ্য, গন্তব্য, ধর্ম এবং সবকিছু'বন্দে মাতরম'-এর মূল অর্থ এটাই।

যোগগুরু বলেন, 'বন্দে মাতরম'-এ ভারতমাতার বন্দনাকে নির্দিষ্ট দেবদেবী বা মন্দিরের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত করে কোনও বিশেষ ধর্মের বিরোধী বলে চিহ্নিত করা "বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা"।

ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিবাদ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে রামদেব বলেন, কেন্দ্র সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থনীতি, কৃষি এবং গণতন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজ করছে। কিন্তু কিছু মানুষ মনে করছেন দেশে কোনও ভালো কাজই হচ্ছে না।

তিনি অভিযোগ করেন, এমনকি পাঁচ, সাত বা দশ বছরের শিশুদেরও প্রতিবাদে সামিল করা হচ্ছে এবং তাদের থানায় ঘেরাও, পুলিশ সুপার বা জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করে রাস্তায় দাঁড়াতে বলা হচ্ছে। তাঁর মতে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের কোনওভাবেই প্রতিবাদে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়।

তবে ১৮ বছরের বেশি বয়সী কেউ যদি মনে করেন তাঁর সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে, তাহলে তাঁর অবশ্যই প্রতিবাদে এগিয়ে আসা উচিত বলে জানান রামদেব। ছাত্র, রোগী, কৃষক, তফসিলি জাতি-উপজাতি কিংবা ব্রাহ্মণ যে কারও সঙ্গে অন্যায় হলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রামদেব বলেন, কোনও তফসিলি জাতি বা উপজাতির ব্যক্তিকে অপমান করা যেমন সংবিধানবিরোধী, তেমনই ব্রাহ্মণদের অপমান করাও গণতন্ত্রবিরোধী। কোনও ব্যক্তিকে তাঁর জাতির ভিত্তিতে গালিগালাজ করা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দেশে ঘৃণার প্রাচীর তৈরি হতে দেবেন না বলে জানিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির প্রশংসা করেন রামদেব। রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন তিনি।

তিনি বলেন, "দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য একই ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং একই সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত হওয়া উচিত।"

এদিকে, কয়েকদিন আগে বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত রামদেবকে তাঁর যৌবন বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মন্তব্য না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে যোগগুরু বলেন, "স্বামী রামদেব কে এবং দেশের জন্য তাঁর অবদান কী, তা দেশের মানুষ জানেন। তাই এমন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।"

বিজেপির জেন জি-সংযোগ কর্মসূচিকে 'যুবকদের তুষ্ট করার চেষ্টা' বলে কটাক্ষ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): জেন জি-র সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিজেপি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার পরই শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, যুবসমাজের মন জয় করতে বিজেপি এখন 'মরিয়া হয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা' করছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য যুবক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো, তাঁদের মতামত শোনা এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা।

ডিএমকে মুখপাত্র টিকে এস এলঙ্গোভান আইএএনএস-কে বলেন, বিজেপি বুঝতে পেরেছে যে যুবসমাজ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন যুব আন্দোলন এবং তরুণদের উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সরকারকে সমস্যায় ফেলতে পারে। সেই কারণেই পরবর্তী নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বিজেপির মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং যুবকদের তুষ্ট করতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আরজেডি সাংসদ মনোজ কুমার ঝা বলেন, "অনেক কমিটি গঠন করা হয়েছে। জন প্রশাসনে একটি কথা রয়েছেকমিটি গঠন করাই অনেক সময় কোনও বিষয়কে পিছিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত।"

তিনি সরকারকে যুবসমাজের বার্তা বোঝার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তরুণরা উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা চায়। কর্মসংস্থানের জন্য তারা একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা ও নিশ্চয়তা চায়। তাঁর মতে, এই দুটি বিষয়ই বিজেপির গঠিত কমিটির আওতার বাইরে।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ের দাবি, "জেন জি-র বিজেপির উপর কোনও আস্থা নেই।"

অন্যদিকে, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আরপি সিং বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, দল দীর্ঘদিন ধরেই জেন জি-র সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের নিয়ে কাজ করে আসছে। বিজেপির যুব মোর্চাও নিয়মিত তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে বলে তিনি জানান।

আরপি সিং বলেন, "এখন দল জেন জি-র দিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, যাতে তাদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করা যায় এবং তাদের মতামত বোঝা যায়।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলের নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের মতামত নেওয়া এবং সেই মতামত সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খাণ্ডেলওয়ালও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই প্রথম দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন যে ভারত একটি যুবশক্তির দেশ। এরপর থেকেই তিনি ধারাবাহিকভাবে তরুণদের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে আসছেন।

প্রধানমন্ত্রীর 'পরীক্ষা পে চর্চা' কর্মসূচির উল্লেখ করে খাণ্ডেলওয়াল বলেন, পরীক্ষার সময় প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি বিজেপির নিজস্ব যুব সংগঠন 'যুব মোর্চা'ও রয়েছে।

তিনি বলেন, "এটি কোনও নতুন উদ্যোগ নয়। বরং চলমান প্রক্রিয়ারই পরবর্তী ধাপ। এর মাধ্যমে তরুণদের আরও কাছ থেকে তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করা হবে।"

পশ্চিমবঙ্গে আরও বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন রাজনাথ সিং: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে আরও বিনিয়োগ করা হবে বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডে এক অনুষ্ঠানে এই কথা জানান তিনি। এদিন জিআরএসই-তে পাঁচটি ব্রাউনফিল্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রকল্পগুলির মোট মূল্য ৩,৪২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্প জিআরএসই-র এবং দুটি প্রকল্প ইশাপুরের মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি-র, যা যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর একটি ইউনিট।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিমানবন্দর থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আসার সময় তিনি আমাকে পশ্চিমবঙ্গে আরও বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন। আমি উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিকে যে ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জন্যও সেই ধরনের সহযোগিতা চেয়েছি। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই, ৪ মে, রাজনাথ সিংজি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি বিনিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসবেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন।"

অধিকারী অভিযোগ করেন, আগের রাজ্য সরকারগুলি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যথাযথ সহযোগিতা ও সমন্বয় করেনি। এমনকি কেন্দ্রের সরকারি কর্মসূচিতেও আগের মুখ্যমন্ত্রীরা আমন্ত্রণ পাওয়ার পর উপস্থিত হতেন না বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, "৪৯ বছরের এই নেতিবাচক মনোভাবের ফলে রাজ্যে শিল্পের সম্পূর্ণ পতন হয়েছে। বেকারত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ১০৬ দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে।"

জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়েও আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০১৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অতিরিক্ত বিএসএফ চৌকি তৈরি এবং সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অধিকারী বলেন, "এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ক্ষমতায় আসার কয়েক দিনের মধ্যেই বিএসএফকে ৯০ শতাংশ জমি দিয়ে দিয়েছি।"

জিআরএসই-কে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পের জন্য যখনই জমির প্রয়োজন হবে, রাজ্য সরকার তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

জিআরএসই-র কলকাতা, হাওড়ার শালিমার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়চকে তিনটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটির জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির সক্ষমতা আরও বাড়বে। নতুন পরিকাঠামো তৈরি হলে জিআরএসই আরও বড় আকারের যুদ্ধজাহাজ এবং বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করতে পারবে।

জিআরএসই-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমোডর পি.আর. হরি (অবসরপ্রাপ্ত) বলেন, সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সবসময় সংস্থার পাশে দাঁড়িয়েছেন বলেও তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বলেন, "২০১৯ সাল থেকে জিআরএসই ২৪টি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করে জলে নামিয়েছে এবং এর মধ্যে ২২টি হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির ২৮টি জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা রাখি।"

নতুন পরিকাঠামো তৈরি হলে জিআরএসই-র একসঙ্গে ৩২টি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের সক্ষমতা হবে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের যুদ্ধজাহাজ এবং ৬০,০০০ গ্রস টন পর্যন্ত বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের ক্ষমতাও তৈরি হবে।

সমতা ও ভ্রাতৃত্ব আমাদের জীবনের অঙ্গ হওয়া উচিত চার্চের অনুষ্ঠানে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): ধর্মীয় আচরণ ও উপাসনার পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও বিশ্বাস ও ভক্তির মূল মূল্যবোধ একইএই বার্তা দিয়ে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার রবিবার বলেন, সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবিকতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

বেঙ্গালুরুর এমজি রেলওয়ে কলোনির ইম্যাকুলেট কনসেপশন চার্চের ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিবকুমার বলেন, "আমি বহু নামে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।"

তিনি বলেন, বিভিন্ন ধর্ম নিজেদের রীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে ভক্তির সঙ্গে উপাসনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি, সমাজসেবা ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতাই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

শিবকুমার বলেন, "ধর্ম অনেক, কিন্তু নীতি এক। ঈশ্বরের নাম অনেক, কিন্তু ঐশ্বরিক সত্তা এক। উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন, কিন্তু ভক্তি এক। কাজ অনেক, কিন্তু নিষ্ঠা এক।"হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে তুলনা টেনে তিনি বলেন, এক ধর্মে প্রদীপ জ্বালানো হয়, অন্য ধর্মে মোমবাতি জ্বালানো হয়কিন্তু উভয়ের অন্তর্নিহিত ভাবনা একই।প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন শিবকুমার। তাঁর কথায়, একজন মানুষ কোন ধর্ম বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করবেন, তা তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই সহনশীলতা বজায় রেখে মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।তিনি বলেন, "কোনও ধর্মই তার অনুসারীদের অন্য ধর্মের মানুষের ক্ষতি করতে শেখায় না। যারা খ্রিস্টধর্মের সমালোচনা করেন, তারাও খ্রিস্টানদের পরিচালিত হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজের সুবিধা নেন।"

সম্প্রতি সুমনাহল্লি কুষ্ঠ পুনর্বাসন কেন্দ্রের ৫০ একর জমির লিজ নবীকরণের রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গও তোলেন শিবকুমার। তিনি বলেন, ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সরকার মানবিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছে।কেন্দ্রটির চিকিৎসার জন্য ওই জমি আদৌ প্রয়োজন কি না, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, সরকার যখন চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য জমি দেওয়ার দায়িত্ব নেয়নি, তখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই কুষ্ঠরোগীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

শিবকুমার বলেন, "এই মানবিক গুণের কথা বিবেচনা করেই সরকার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

নিজের শিক্ষাজীবনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি খ্রিস্টান স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং কখনও তাঁকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, "গাছের জন্য যেমন শিকড় গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের জন্যও বিশ্বাস তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস ও নীতি রয়েছে। তবে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।"

পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে শিবকুমার বলেন, শিল্প ও সংস্কৃতি কোনও নির্দিষ্ট জাতির সম্পত্তি নয়। তাঁর কথায়, "প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করেন।"

সমতা ও ভ্রাতৃত্বকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি কবি কুভেম্পুর শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের স্বপ্নের কথাও স্মরণ করেন।

ইম্যাকুলেট কনসেপশন চার্চের ১২৫ বছরের সেবার প্রশংসা করে শিবকুমার বলেন, শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাঁর দাবি, এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষিত পড়ুয়ারা নিজেদের সাফল্যের মাধ্যমে দেশের সম্পদে পরিণত হচ্ছেন।গান্ধীনগরের বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও প্রতিষ্ঠানটির জন্য আরও সরকারি সহায়তার যে দাবি জানিয়েছেন, তার প্রসঙ্গে শিবকুমার বলেন, তিনি শীঘ্রই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। গান্ধীনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান তিনি।অনুষ্ঠানে বেঙ্গালুরুর আর্চবিশপ পিটার মাচাদো, প্রাক্তন মন্ত্রী গুন্ডু রাও, ফাদার আমল রাজ ক্রিস্টিন, জ্যাকব ইয়াক্কালাম-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিহারে নদীর জল বাড়ায় রাঘোপুরে ভাঙনপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): গঙ্গার জলস্তর বাড়তে থাকায় বিহারের রাঘোপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভাঙনপ্রবণ এলাকা ও বন্যাকবলিত কিছু অঞ্চল পরিদর্শন করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর জাতীয় কার্যকরী সভাপতি এবং বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। রবিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি।

নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বন্যা ও নদীভাঙনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন তেজস্বী। গঙ্গার জলস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বিভিন্ন এলাকায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, পরিদর্শনের সময় তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি।

জলস্তর কতটা বেড়েছে, কোথায় নদীভাঙন শুরু হয়েছে এবং কোন কোন এলাকা সম্ভাব্যভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেসেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে তথ্য নেন আরজেডি নেতা। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের সমস্যা ও উদ্বেগের কথা শোনেন।

তেজস্বী যাদব আধিকারিকদের জলস্তর ও ভাঙন পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দেন। সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙনের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্থানে অবিলম্বে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেন তেজস্বী।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রশাসনের আরও ভালো সমন্বয় বজায় রাখার উপরও জোর দেন তিনি। পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তেজস্বী বলেন, পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে হবে। সম্ভাব্য বন্যা ও নদীভাঙন মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সম্পদ মজুত রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপরও তিনি জোর দেন।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে রাঘোপুর অঞ্চল প্রতি বছরই বন্যা ও নদীভাঙনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। এলাকাটি সারা বছর নদীবেষ্টিত থাকায় নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে জলস্তর বাড়তে থাকায় উদ্বেগও বাড়ছে।

তেজস্বী যাদবের এই পরিদর্শন প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করার পাশাপাশি সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণসহ ১৩ দফা দাবিতে আগরতলায় সরকারি কর্মচারী সমিতির মিছিল। ছবি নিজস্ব

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 24-08-2026, 01:03

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

উরু মোটা বা চিকন হওয়ার সঙ্গে আয়ুর কী সম্পর্ক?

কেইট বোয়ি

মোটা উরু নিয়ে সংকোচ বোধ করার বা কাউকে খোঁচা দেওয়ার দিন হয়তো শেষ, কারণ এর সঙ্গে দীর্ঘায়ু হওয়ার যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা।

অনেকেই নিজেদের পেশিবহুল মোটা উরু নিয়ে লজ্জা পান বা সংকোচ বোধ করেন। যেমন যুক্তরাজ্যের দৌড়বিদ তাশা থম্পসন যখনই নিজের উরুর কথা ভাবতেন, তখনই তার মনে হতো, 'ইশ, এগুলো যদি এত মোটা না হতো!' কিছু সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে সৌন্দর্যের মানদণ্ড হিসেবে সরু পাকে আদর্শ হিসেবে দেখা হয়েছে। থম্পসন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে বলছিলেন, সমাজের 'সেই প্রত্যাশা যদি আপনি পূরণ করতে না পারেন, তাহলে নিজেকে কিছুটা ব্যর্থ মনে হতে পারে।'

তবে গবেষণাও পাওয়া একের পর এক প্রমাণ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বড় বা স্থূল উরুকে অন্যায়ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে এবং বরং এর সঙ্গে দীর্ঘায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। ২৫ হাজার অংশগ্রহণকারীর ওপর করা একটি মেটা-অ্যানালাইসিসে (একই বিষয়ের উপর করা বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলকে একত্রিত করে সার্বিক সিদ্ধান্ত বা ফলাফল বের করা) দেখা গেছে, উরুর পরিধি প্রতি ৫ সেন্টিমিটার বাড়ার সঙ্গে যেকোনো কারণে মৃত্যুঝুঁকি ১৮ শতাংশ কমে যায়। তবে এর অর্থ কি সত্যিই এই যে আমাদের উরুর আকার বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত?

মোটা উরুর উপকারিতা কী

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০২০ সালের মেটা-অ্যানালাইসিসে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা দীর্ঘজীবী হয়েছেন কারণ তাদের পায়ের পেশি তুলনামূলকভাবে স্ফীত ছিল, যা তাদের উরুকে আরও পূর্ণ করেছে। যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনের (কেসিএল) বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অধ্যাপক ক্লেয়ার স্টিভস বলেন, 'উরুতে থাকা তিন ধরনের টিস্যুর মধ্যে একটির, অর্থাৎ পেশির সঙ্গে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর অত্যন্ত শক্তিশালী সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে খুব জোরালো প্রমাণ রয়েছে।'

বেশি পেশি থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে; ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমে। ২০০৯ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, চিকন উরুর সঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই হৃদরোগ ও মৃত্যুঝুঁকি বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। শক্তিশালী উরু বয়স্কদের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করতে পারে এবং তাদের স্বনির্ভরতা বাড়ায়। ক্লেয়ার স্টিভস লন্ডনের গাইজ অ্যান্ড সেইন্ট থমাস হাসপাতালেরও পরামর্শক জেরিয়াট্রিশিয়ান (বয়স্ক ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ)।

তিনি বলেন, 'পরবর্তী বয়সে শারীরিক সক্ষমতার জন্য কোয়াড (উরুর সামনের দিকের পেশি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলোই আপনাকে চেয়ার থেকে উঠতে এবং চলাফেরা করতে সাহায্য করে।' আমাদের পা যে শক্তি উৎপাদন করতে পারে, তার সঙ্গে মস্তিষ্কের ভালোভাবে বার্ধক্যে পৌঁছানোর সম্পর্কও পাওয়া গেছে। ৩০০-এর বেশি যমজ নারীর পায়ের শক্তি পরিমাপ করা এক গবেষণায় দেখা যায়, গবেষণার শুরুতে যার পায়ের শক্তি বেশি ছিল, ১০ বছর পর তার বুঝতে পারা ও চিন্তা করার সক্ষমতা এবং মস্তিষ্কের গঠন তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। কারণ কী? যা বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী বিষয়টি হলো, সক্রিয় পেশি এমন কিছু রাসায়নিক উৎপন্ন করে, যা প্রদাহ কমিয়ে এবং মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ককে সুরক্ষা দিয়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ককে রক্ষা করতে পারে। স্টিভস, যিনি এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছিলেন, তিনি বলেন,'শারীরিক কার্যকলাপের আমাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপরও শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে।' কেসিএল-এর আরেকটি গবেষণায় অত্যন্ত সক্রিয় বয়স্ক সাইক্লিস্টদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, তাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল তরুণদের মতো, কিছু ক্ষেত্রে যা ২০-এর কোঠার মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। উরুকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়? ফিটনেস কোচ এলিজাবেথ ডেভিস একমত যে, দীর্ঘায়ুর জন্য মানুষের উচিত পেশিশক্তি বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া, উরুর নির্দিষ্ট আকার পরিবর্তনের দিকে নয়। "ট্রেইনিং ফর ইয়োর ওল্ড লেডি বডি"- বইয়ের লেখক ডেভিস বলেন, 'আপনি যদি বহু বছর ধরে ভেবে থাকেন যে আপনার উরু আরও সরু, আরও বড় বা অন্যরকম দেখতে হওয়া উচিত ছিল, তাহলে এখন সেই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার সময়। বরং আপনার উরু কী করতে পারে, সেদিকে মনোযোগ দিন।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, চিকন বা মোটা যেকোনো উরুই শক্তিশালী হতে পারে। আকারের বদলে শক্তির ওপর মনোযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞানের সমর্থনও পেয়েছে।

২০০৬ সালে সত্তরের কোঠার প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর করা এক গবেষণায় দেখা যায়, কেবল ছোট পেশি থাকার চেয়ে দুর্বল পায়ের পেশি গবেষণাকালে মৃত্যুর আরও শক্তিশালী পূর্বাভাস দিয়েছে।

আপনি যদি উরুর শক্তি বাড়াতে চান, তাহলে রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিংই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি বলে মনে করেন ডেভিস। ওজন তুলে ব্যায়াম করার আরেকটি সুবিধা হলো এটি হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এবং অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে সাহায্য করে। অস্টিওপোরোসিস এমন একটি অবস্থা, যেখানে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। ডেভিসের পরামর্শ, সপ্তাহে দুই বা তিন দিন পায়ের ব্যায়াম দিয়ে শুরু করা ভালো। তিনি বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজের বর্তমান অবস্থান থেকে শুরু করা এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে চ্যালেঞ্জ বাড়ানো।'

ওজন নিয়ে ব্যায়াম হয়তো আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যায়াম নয়, কিন্তু তিনি তার ক্লায়েন্টদের এটিকে দৈনন্দিন রুটিনের অনিবার্য অংশ হিসেবে ভাবতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, 'দাঁতের ফ্লস ব্যবহার করতে আমি খুব পছন্দ করি না, কিন্তু মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে বলে আমি এটা করি।'

ডেভিস আরও বলেন, আমাদের সেই ছোট ছোট বিষয়গুলোর কথাও ভাবা উচিত 'যেগুলো শক্তিবর্ধক ব্যায়ামকে উপভোগ্য করে তোলে, কারণ আমরা এর বাস্তব উপকারিতা অনুভব করি।'

'আমি প্রায়ই শুনি,"আমি আমার নাতি বা নাতনিকে কোলে তুলে ১০০ মিটার হাঁটলাম, আর সেটা খুব সহজ ছিল... আমি কম্পোস্টের বস্তা গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে কোনো সমস্যাই ছাড়াই বুটে তুলতে পেরেছি".'

উরুর চর্বির কি কোনো সুবিধা আছে? স্টিভসের মতে, শরীরের অন্যান্য অংশের চর্বির তুলনায় উরুর চর্বি ততটা ক্ষতিকর নয়, বিশেষ করে পেটের চারপাশের চর্বির তুলনায়, যা বিশেষভাবে সমস্যাজনক হতে পারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চারপাশের চর্বি, যাকে ভিসেরাল ফ্যাট বলা হয়, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং বিপাকীয় অকার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা এমএএসএইচ-এর উচ্চ ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থার কারণে যকৃত বিকল হওয়া এবং ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের নিচের অংশের চর্বি কিছু ক্ষেত্রে সুরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ এই অঞ্চলের চর্বি কোষ ক্ষতিকর ফ্যাটি অ্যাসিডকে আটকে রাখতে সক্ষম। এর ফলে শরীরের নিচের অংশের চর্বি এলডিএল বা তথাকথিত "খারাপ" কোলেস্টেরল কমাতে, এইচডিএল বা "ভালো" কোলেস্টেরল বাড়াতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। চর্বি জরুরি শক্তির মজুত হিসেবেও কাজ করে, বিশেষ করে অসুস্থতার সময়, যা বয়স্কদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। উরুর আরেকটি প্রধান টিস্যু হলো হাড়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারকোপেনিয়া নামের একটি অবস্থার কারণে আমাদের পেশির ভর ও শক্তি কমে যেতে পারে।

সারকোপেনিয়া অস্টিওপোরোসিসকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় এবং হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তাই শক্তিশালী হাড় থাকা, যা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব, বার্ধক্যের ক্ষেত্রে উপকারী বলেই মনে করেন স্টিভস। নিজের শক্তিকে উদযাপন করুন উরুকে আরো কীভাবে শক্তিশালী করা যায় - সে দিকে মনোযোগ দেওয়া থম্পসনকে এখন নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। "ব্ল্যাক গার্ল ডু রান ইউকে"- কমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা থম্পসন বলেন, কন্যাসন্তান হওয়ার পর তিনি উরু সম্পর্কে ব্যবহৃত ভাষাও বদলে ফেলেছেন। 'এগুলোকে মোটা বা বড় বলার বদলে আমি শক্তিশালী বলি।' আল্ট্রা ম্যারাথন দৌড়ানো এবং ট্রায়াথলন সম্পন্ন করা থম্পসন বলেন, 'আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন গড়ন ও আকার নিয়ে জন্মাই... আসল বিষয় হলো আপনার শরীর কী করতে পারে, তা; দেখতে কেমন, তা নয়।'

ফ্রিজ ছাড়াই বরফ জমানোর ঘরোয়া কায়দা

ভ্যাঁপসা গরম কিংবা আচমকা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় ফ্রিজ ছাড়া বরফ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ফ্রিজের ওপর আমাদের নিত্যদিনের নির্ভরশীলতা বাড়লেও, বিজ্ঞান ও প্রাচীন কিছু কৌশলকে কাজে লাগিয়ে ফ্রিজ ছাড়াই বরফ জমিয়ে ফেলা সম্ভব। অতিরিক্ত কোনও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ছাড়া ঘরের সাধারণ কিছু উপাদান ব্যবহার করেই করা যেতে পারে এই মুশকিল আসান।

প্রয়োজনীয় উপাদান:

একটি বড় ধাতব পাত্র বা কেটলি
একটি ছোট পাত্র (যা বড় পাত্রের ভেতর আঁটসাট হয়ে বসে) প্রচুর পরিমাণে সাধারণ লবণ বা রক সল্ট (বিট লবণ বা খাবার লবণ)
জল

এভাবে বানান— ১. প্রথমে একটি বড় পাত্রের তলদেশে কয়েক ইঞ্চি পুরু করে বরফ তৈরির লবণ ছড়িয়ে দিন। ২. এবার ছোট পাত্রটির ভেতরে জল ভরে সেটি বড় পাত্রের মাঝখানে বসিয়ে দিন। ৩. ছোট পাত্রটির চারপাশ ঢেকে দেওয়ার জন্য লবণের সঙ্গে সামান্য জলের মিশ্রণ চারধারে ভালো করে ঢেলে দিন, যাতে ছোট পাত্রটির চারপাশে বরফ-গলানো নোনতা জলের একটি অত্যন্ত ঠান্ডা আবরণ তৈরি হয়। ৪. সম্পূর্ণ পাত্রটি একটি ভারী তোয়ালে, কাপড় বা থার্মোকল দিয়ে ঢেকে কোনও ঠান্ডা জায়গায় ২ থেকে ৩ ঘণ্টা রেখে দিন।

জলের সঙ্গে লবণ মেশালে তার হিমাঙ্ক বা ফ্রিজিং পয়েন্ট জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়। এতে চারপাশে তৈরি হওয়া তীব্র ঠান্ডা পরিবেশ ছোট পাত্রে রাখা জল থেকে সমস্ত তাপ দ্রুত শুষে নেয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেতরের জল জমে বরফে পরিণত হয়।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দিনে কিংবা ক্যাম্পিংয়ের মতো পরিস্থিতিতে প্রাচীন এই রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘরে বসেই খুব সহজে বানিয়ে নেওয়া যায় বরফ।

ছোট মাছ কাটার চটজলদি উপায়

বাঙালির পাতে কুচো মাছের চচ্চড়ি কিংবা মচমচে ভাজা মানেই আলাদা তৃপ্তি। কিন্তু বাজার থেকে কিনে আনার পর এই ছোট ছোট মাছ কাটার ঝামেলা মনে পড়লেই অনেকের উৎসাহে জল ঢেলে যায়। পুঁটি, মৌরলা মাছ কাটার ঝক্কি ও সময়ের ভয়ে অনেকেই বাজার থেকে এই পুষ্টিকর মাছ এড়িয়ে যান। তবে সঠিক কৌশল জানা থাকলে কাটাকুটি আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্টের বিষয় থাকবে না মাত্র পাঁচ মিনিটেই পরিষ্কার হয়ে যাবে একগাদা কুচো মাছ।

কুচো মাছ পিছলে যাওয়ার কারণে কাটতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়। বঁটি বা ছুরি ব্যবহার করার আগে হাতে সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল, গুঁড়ো ছাই অথবা সামান্য শুকনো ময়দা মাখিয়ে নিন। এতে মাছ শক্তভাবে ধরা যাবে এবং হাত পিছলে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

ছোট মাছ কাটার জন্য বঁটির চেয়ে ধারালো কাঁচি ব্যবহার করা বহু গুণ বেশি সুবিধাজনক।

প্রথমে মাছের কানকো ও পাখনার অংশগুলো কাঁচি দিয়ে ছেঁটে ফেলুন।

এরপর পেটের কাছে সামান্য একটু চিরে হালকা চাপ দিলেই নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে।

বঁটিতে যে কাজে হাত কাটার ঝুঁকি থাকে, কাঁচিতে তা মিনিটেই সেরে ফেলা সম্ভব।

মাছের আঁশ ছাড়াতে ছোট ছুরি ব্যবহার না করে কাচের ধারালো গ্লাস, স্টিলের চামচ অথবা বাটির সাহায্য নিন।

মাছের লেজের দিক শক্ত করে ধরে মাথার দিকে গ্লাসের ধার দিয়ে ঘষলে এক সেকেন্ডেই সব আঁশ উঠে আসে, আর আঁশ চারধারে ছড়িয়েও পড়ে না।

মাছ কাটা হয়ে গেলে ধোওয়ার প্রক্রিয়াটি দ্রুত করতে একটি ছড়ানো পাত্রে নুন ও ঈষদুষ্ণ জল নিন। সেই জলে কাটা মাছগুলো হালকা হাতে ঘষে ধুয়ে নিলে মাছের গা থেকে আঁশটে গন্ধ, নোংরা ও রসে থাকা পিচ্ছিল ভাব এক নিমেষে দূর হয়ে যাবে।

এই সহজ কৌশলগুলো মেনে চললে কুচো মাছ কাটার ঝামেলা এড়ানো যাবে সহজেই। কম সময়েই তৈরি হয়ে যাবে পরিবারের সবার প্রিয় পুষ্টিকর মাছের পদ।

ডায়াবিটিসে ভুগছেন? রোজের রান্নায় কোন মশলার ফোড়ন দেবেন

ডায়াবিটিসে নিয়ে মানুষের মধ্যে আর ভয় নেই। এই রোগের প্রকোপ এখন এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে থেকে ভয়ও উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডায়াবিটিস ছেলেখেলার রোগ নয়। কারণ এই রোগের হাত ধরেই হার্ট, লিভার, কিডনির সমস্যা দেখা দেয়। তাই না চাইতেও খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানতে হয়। তবে শুধু শাকসব্জি নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। সঙ্গে কিছু মশলাও রোজ খেতে হবে। কোন মশলা ডায়াবিটিসে উপকারী জানেন?

দারুচিনি: এই মশলা ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়াতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং প্রদাহ কমায়। খাবারে চিনির বদলে দারুচিনির গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। চা-কফিতেও দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।

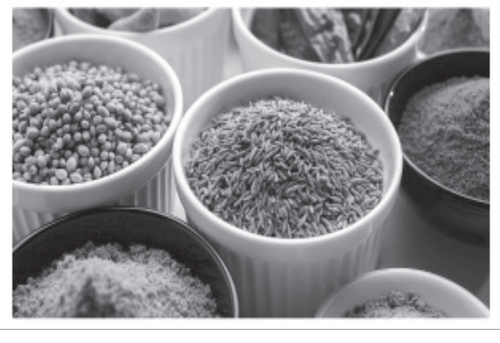

মেথি: ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্য মেথি দারুণ উপকারী। এই মশলায় প্রচুর ফাইবার আছে। মেথি ভেজানো জল খেলেই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কমবে গ্যাস-অম্বলের সমস্যাও। তা ছাড়া খাবারেও মেথি ফোড়ন দিতে পারেন।

হলুদ: এই মশলায় থাকা কারকিউমিন যৌগ প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। রোজের ডায়েটে হলুদ রাখলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমবে এবং প্রদাহ থেকে মুক্তি পাবেন। হলুদ চা, গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন।

জিরে: ডায়াবিটিসে দারুণ কাজ করে জিরে। এই মশলা মূলত হজমের সমস্যা দূর করে এবং খিদে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। জিরে ভেজানো জল বা চা খেলে মুখরোচক খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমবে। এমনকী মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতাও কমাবে।

কালো জিরে: এই মশলাও ডায়াবিটিসে উপযোগী। কালো জিরে ফোড়ন দেওয়া খাবারও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এই মশলা হজমের সমস্যাও দূর করে।

১. ডায়াবিটিসে কোন মশলা উপকারী?
দারুচিনি, মেথি, হলুদ, জিরে ও কালো জিরে খাদ্যতালিকায় পরিমিত ভাবে রাখা যেতে পারে।

২. দারুচিনি কি রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে?
দারুচিনি ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়াতে এবং গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। তবে এটি ডায়াবিটিসের ওষুধের বিকল্প নয়।

৩. ডায়াবিটিসে মেথি কী ভাবে খাবেন?
রান্নায় মেথি ফোড়ন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মেথি ভেজানো জল খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

৪. হলুদ কি ডায়াবিটিসের জন্য ভালো? হলুদের কারকিউমিন প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের উপর উপকারী প্রভাব থাকতে পারে। ৫. জিরে ও কালো জিরে কি ডায়াবিটিস সারিয়ে দেয়?
না। এগুলি খাবারের অংশ হিসেবে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু ডায়াবিটিস সারানোর প্রমাণিত চিকিৎসা নয়।

বাঁশকাঠি চাল দিয়েই হবে রেস্তোরাঁর মতো ফ্রায়েড রাইস

বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠান, অতিথির আগমন কিংবা ছুটির দিনের বিশেষ খাওয়া-দাওয়া মানেই মেনুতে ফ্রায়েড রাইস। আর ফ্রায়েড রাইস বানাতে ছেগলে সাধারণত লম্বাদানা বাসমতি চালকেই একমাত্র বিকল্প হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাসমতি চালের চড়া দাম কিংবা হঠাৎ ঘরে বাসমতি না থাকার কারণে অনেক সময় স্বাদপূরণে ভাঁটা পড়ে।

তবে আপনার হেঁশেলে যদি সাধারণ সরু 'বাঁশকাঠি' চাল থাকে, তবে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই! বাসমতির দোহাই না দিয়ে এই বাঁশকাঠি চাল দিয়েই বানিয়ে ফেলা সম্ভব একদম রেস্তোরাঁ স্টাইলের গন্ধে-স্বাদে অতুলনীয় এবং ঝরঝরে ফ্রায়েড রাইস।

অনেকেরই অভিযোগ থাকে, বাসমতি ছাড়া অন্য চালে ফ্রায়েড রাইস বানাতে গেলে ভাত গলে যায় বা চটচটে হয়ে দলা পাকিয়ে যায়। তবে চালের জাতের চেয়েও বড় কথা হল চাল ফোটানো এবং রান্নার আগের প্রস্তুতির কৌশল

বাঁশকাঠি চাল রান্নার আগে অন্তত ৪-৫ বার জল বদলে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ না ঘোলা জল পরিষ্কার হয়ে আসছে। চালের অতিরিক্ত স্টার্চ বা মাড় ধুয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরি। এরপর অন্তত ২০-৩০ মিনিট পরিষ্কার জলে চাল ভিজিয়ে রাখুন।

হাঁড়িতে জল ফুটতে শুরু করলে তাতে ১ চামচ সাদা তেল, পরিমাণমতো নুন এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস (বা ভিনেগার) দিন। তেল দিলে চালের দানাগুলো গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, আর লেবুর রস ভাতকে রাখবে একদম ধবধবে সাদা ও ঝরঝরে।

বাঁশকাঠি চাল দ্রুত সেদ্ধ হয়ে যায়, তাই চাল ফোটার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। চাল যখন ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ সেদ্ধ হবে (অর্থাৎ চাল চাপ দিলে ভেতরে সামান্য শক্ত ভাব থাকবে), তখনই দ্রুত মাড় ঝরিয়ে নিতে হবে। কোনওভাবেই ১০০ু সেদ্ধ করবেন না। মাড় ঝরানোর পর একটি বড় ছড়ানো থালা বা ট্রে-তে ভাত ছড়িয়ে দিন এবং ফ্যানের তলায় রেখে সম্পূর্ণ ঠান্ডা হতে দিন। এরপর থালাটি অন্তত ১ থেকে ২ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। ফ্রিজের শুষ্ক ঠান্ডা বাতাসে ভাতের আর্দ্রতা কমে যায় এবং চালের দানাগুলো শক্ত ও ঝরঝরে হয়ে ওঠে। ফ্রায়েড রাইস ঝরঝরে করার এটিই সবচেয়ে বড় গোপন টোটকা। এই সহজ কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই বাঁশকাঠি চালের সুস্বাদু ও ঝরঝরে ফ্রায়েড রাইস তৈরি। বাসমতি চালের চড়া খরচ ছাড়াই এখন যখন-তখন আপনার হেঁশেলেই তৈরি হবে রেস্তোরাঁ মানের ফ্রায়েড রাইস।

ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ শুকিয়ে থাকে রোজকার অভ্যাস হয় তবে চিন্তার বিষয়

শুকনো মুখ নিয়ে সকালে চোখ মেলা যে কতটা অস্বস্তিকর, তা যাঁদের এই সমস্যা হয়, তাঁরাই জানেন। ঘুম ভাঙতেই মনে হয় মুখের ভেতরটা মরুভূমি, জিভ যেন ওপরের তালুর সঙ্গে সেঁটে রয়েছে আর এক ঢোক জল না খেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত! শীতকালে বা এসির হাওয়ায় এমনটা মাঝেমধ্যে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এটা যদি আপনার রোজকার সকালের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়, তবে চিন্তার বিষয়। অনেকেই ভাবেন, ঘরে একটা হিউমিডিফায়ার বসালেই কেল্লাফতে। কিন্তু সত্যি কি তাই?

আইএসআইসি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. যতীন অরোরা পরিষ্কার জানাচ্ছেন, সমস্যাটি কেন হচ্ছে, তা না জেনে সমাধান করা অসম্ভব। বাতাসের শুষ্কতা দূর করতে হিউমিডিফায়ার দারুণ কাজ করলেও সব ক্ষেত্রে এটি সমাধান নয়। কেন শুকিয়ে যায় মুখের ভেতরটা? ঘুমের মধ্যে মুখের লালা তৈরি কমে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকে: মুখ হাঁ করে ঘুমানো ও নাক ডাকা: রাতে নাকের বদলে মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে মুখের ভেতরের সব আর্দ্রতা নিমেষেই উবে যায়। শরীরে জলের অভাব: সারাদিনে পর্যাপ্ত জল না খেলে শরীর ভেতর থেকে শুকিয়ে যায়। ওষুধের প্রভাব ও রোগ: প্রেশার, অ্যালার্জি বা কিছু কড়া ওষুধের কারণে লালা কম তৈরি হয়। এছাড়া ডায়াবেটিস বা অটোইমিউন রোগের ফলেও এমনটা হতে পারে। হিউমিডিফায়ার কি আদৌ কাজ করে? ঘরের শুকনো বাতাসের জন্য মুখ শুকোলে এই যন্ত্র বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়িয়ে আরাম দেয়। তবে নাক ডাকার অভ্যাস, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ভেতরের অসুখ থাকলে হিউমিডিফায়ার কিন্তু কোনও কাজে আসবে না। ব্যবহার করলে ঘরের আর্দ্রতা যেন ৪০ থেকে ৬০ শতাংশের বেশি না বাড়ে, নইলে ঘরে ক্ষতিকর ছত্রাক জন্মাতে পারে। দাঁতের কি বড় ক্ষতি হতে পারে? অনেকেই এটাকে সামান্য বিষয় ভেবে এড়িয়ে যান। কিন্তু মুখের লালা হল দাঁতের প্রাকৃতিক ঢাল। লালা কমে গেলে যা হতে পারে: দাঁতে দ্রুত ক্যাভিটি বা পোকা লাগা। মাড়ির অসুখ ও ইনফেকশন বেড়ে যাওয়া। মুখে তীব্র দুর্গন্ধ হওয়া। খাবার চিবোতে বা গিলতে কষ্ট হওয়া। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যদি এমন সমস্যা চলতেই থাকে, তবে ঘরে বসে টোটকা না খুঁজে সোজা একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আইএসএফ ছাড়ার পরদিনই বাংলার ভাঙড়ে প্রাক্তন বিধায়কের গাড়িতে বোমা-ইট হামলা

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট ছাড়ার একদিন পরেই পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে প্রাক্তন আইএসএফ নেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক আরাবুল ইসলামের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল। শনিবার রাতে উড়িয়াপাড়া এলাকায় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও বোমা ছোড়া হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে পোলেরহাট থানার অন্তর্গত উড়িয়াপাড়া এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। আরাবুল ইসলামের অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও দু'টি বোমা ছোড়া হয়। বোমা দু'টি গাড়িতে না লেগে রাস্তায় বিস্ফোরিত হয়। তবে ইটের আঘাতে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। অল্পের জন্য তিনি আঘাত থেকে রক্ষা পান।

গাড়িতে আরাবুল ছাড়াও আরও কয়েকজন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে চালক দ্রুত গাড়ির গতি বাড়িয়ে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যান। ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আরাবুল বা তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য কেউ শারীরিকভাবে আহত হননি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

আরাবুল ইসলাম এই হামলার জন্য আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি এবং তাঁর দলকে দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আইএসএফ-এর কয়েকজন কর্মী তাঁর গাড়িতে হামলা চালিয়েছেন। দল ছাড়ার পর থেকেই তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। যদিও হামলার পিছনে কারা রয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ। আইএসএফ-এর পক্ষ থেকেও প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত উড়িয়াপাড়ায় পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কারা হামলা চালিয়েছে এবং কী কারণে এই হামলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি।

রবিবার সকালে সংবাদমাধ্যমকে আরাবুল বলেন, সন্ধ্যায় বাড়ির উদ্দেশে বেরোনোর পর রাতে উড়িয়াপাড়ার কবরস্থানের কাছে তাঁর গাড়িতে হামলা হয়। তাঁর দাবি, গাড়িটি যদি কিছুটা ধীর গতিতে চলত, তাহলে চালক এবং তিনিও আহত হতে পারতেন। আইএসএফ ছাড়ার কারণেই এই হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এর একদিন আগে আইএসএফ ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন আরাবুল। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'একনায়কতান্ত্রিক' আচরণের অভিযোগ তোলেন। দলের পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও জানান তিনি। ভাঙড়ে আইএসএফ-এর কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে তার প্রতিবাদেই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত বলে দাবি করেন আরাবুল।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগ দিয়েছিলেন আরাবুল ইসলাম। ভাঙড়ের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে তিনি তৃণমূলের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন এবং এলাকায় তাঁর যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। তিনি বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে তৃণমূল থেকে দূরত্ব বাড়ে তাঁর। এরপর নওশাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আইএসএফ-এ যোগ দেন।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে আইএসএফ তাঁকে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিল। তবে সেই নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। নির্বাচনের পর থেকেই আইএসএফ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়। দলের একাধিক কর্মসূচিতেও আগের মতো সক্রিয় দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে। শেষ পর্যন্ত দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে আইএসএফ ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন আরাবুল।

৭ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি, আগের সরকারের দুর্নীতির 'ফাইল' প্রকাশের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

চেন্নাই, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর সাতটি শূন্য বিধানসভা আসনে সম্ভাব্য উপনির্বাচনকে সামনে রেখে বড়সড় কৌশল তৈরি করছে শাসকদল টিভিকে। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় ইঙ্গিত দিয়েছেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় আগের সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত নথি প্রকাশ্যে আনা হতে পারে।

তামিলনাড়ুর ২৩৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বর্তমানে সাতটি আসন শূন্য রয়েছে। এগুলি হল তিরুচি ইস্ট, পেরুন্দুরাই, মাদুরান্থকম, ধরমপুরী, আম্বাসমুদ্রম, করুর এবং বিরালিমালাই।

এর মধ্যে তিরুচি ইস্ট, করুর, বিরালিমালাই, পেরুন্দুরাই ও আম্বাসমুদ্রম আসনে নির্বাচনের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা নির্বাচনী মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় এতদিন উপনির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশে ওই পাঁচ আসনে উপনির্বাচনের ওপর জারি থাকা স্থগিতাদেশের মেয়াদ ২৪ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা। ফলে নির্বাচন কমিশন শিগগিরই সাতটি আসনেই উপনির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই সরকার গঠন করা টিভিকের জন্য এই উপনির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২৩৪ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ১১৮টি আসন প্রয়োজন হলেও টিভিকে পেয়েছে ১০৭টি আসন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে দলটি ১১টি আসন পিছিয়ে রয়েছে।

সরকার গঠনে টিভিকে-কে সমর্থন করেছে কংগ্রেসের পাঁচ বিধায়ক এবং লিবারেশন টাইগার্স অব তামিলনাড়ু পার্টি, সিপিআই, সিপিআই(এম) ও ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের দু'জন করে বিধায়ক। কংগ্রেস ও আরও দুই শরিক দলের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভায় থাকায় তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম। তবে জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কোনও ইস্যুতে মতপার্থক্য তৈরি হলে দুই কমিউনিস্ট দল তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সরকারের ওপর চাপ বাড়তে পারে।

আশ্রয়ে ১৩৫২ জন

● **প্রথম পাতার পর** জলস্তর আরও বাড়তে থাকলে নতুন করে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছেন নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্রয়শিবির খোলা হয়েছে। এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে মহকুমা ও জেলা প্রশাসন। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার এলাকায় যান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, পশ্চিম জেলাশাসক ড . বিশাল কুমার, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এবং জিরানিয়া মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জিরানিয়ায় মোট ৭ টি ত্রাণ শিবিরে ১২০টি পরিবারের ২৮৯ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে মান্দাই গার্লস স্কুলে ১২টি পরিবারের ১৪ জন, অমুল্য বিয়ে বাড়িতে ৩০টি পরিবারের ৭৫ জন, বিদ্যাচরণ আইসিডিএস কেন্দ্রে ১২টি পরিবারের ২৪ জন এবং মোহনপুর এসবি স্কুলে ৭টি পরিবারের ১৯ জন রয়েছেন। এছাড়া কাওয়াবন ধ্রুবতারা ক্লাবে ৪৫টি পরিবারের ১১২ জন, পুরাতন আগরতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২টি পরিবারের ৮জন এবং শ্যামসুন্দর কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১২টি পরিবারের ৩৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

আগরতলা সদর এলাকায় ৫টি ত্রাণ শিবিরে মোট ৮৭টি পরিবারের ৩৩০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামী দয়ালানন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৭টি পরিবারের ১১৬ জন, হৃষিদাস কলোনি জেবি স্কুলে ৩১টি পরিবারের ১৪৭ জন, এএমসি ওয়ার্ড অফিসের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে ১০টি পরিবারের ২০ জন, বেণীমাধব বিদ্যাপীঠ ইএমএসবি স্কুলে ১৭টি পরিবারের ৩৯ জন এবং মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২টি পরিবারের ৮জন রয়েছেন।তেলিয়ামুড়ায় ২ টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ত্রিশাবাড়ি জেবি স্কুলে ২৮টি পরিবারের ৯৮ জন এবং খামারবাড়ি জেবি স্কুলে ২২টি পরিবারের ৭৬ জন আশ্রয় নিয়েছেন। দুই শিবির মিলিয়ে মোট ৫০টি পরিবারের ১৭৪ জন রয়েছেন।খোয়াইয়ে ৩টি ত্রাণ শিবিরে মোট ১৫৩টি পরিবারের ৫৫৯ জন আশ্রয় নিয়েছেন। পাবলিক লাইব্রেরি ও ইনডোর জিম সংলগ্ন সীতেশ স্মৃতি কমিউনিটি হল এলাকায় ১ টি পরিবারের ৩ জন, লালছড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮২টি পরিবারের ৩৩৮ জন এবং জীবনানন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলে ৭০টি পরিবারের ২১৮ জন আশ্রয় নিয়েছেন।সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে মোট ১১৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১ টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে, ১ টি বাড়ি গুরুতরভাবে এবং ১১৩টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বন্যায় এখনও পর্যন্ত কোনো মানুষের মৃত্যুর খবর নেই। আহতের সংখ্যাও শূন্য বলে সরকারি তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি কিংবা স্কুল ভবনেরও কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও বিভিন্ন দপ্তর।পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার বন্যা প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন গতকাল বড়মুড়া পাহাড় সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে বৃষ্টি না থাকলেও নদীর জল ক্রমশ বৃষ্টি পাচ্ছে। গোটা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখা হচ্ছে। উদ্ধার অভিযানে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি সিভিল ডিফেন্স, স্কাউটস, টিএসআর-এর বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন এবং এনডিআরএফ-এর দল কাজ করছে। বর্তমানে পাঁচটি বোট দিয়ে উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে। আরও একটি বোট তৈরি রাখা হয়েছে, প্রয়োজন হলে সেটিও কাজে লাগানো হবে।এদিকে আজ সকালে জিরানিয়া মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর জানান, গত রাতে প্রবল বৃষ্টির কারণে আচমকাই বিভিন্ন এলাকায় জল ঢুকে পড়ে। নদীর জলস্তরও দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যায় পড়েন বহু মানুষ। পরিস্থিতি বুঝে অনেকেই বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে শুরু করেছেন। উদ্ধার হওয়া মানুষের মধ্যে ছোট শিশু, মাত্র তিন দিনের এক নবজাতক, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং একজন স্ট্রোকের রোগীও রয়েছেন বলে জানান তিনি।অনিমেষ ধর জানান, বর্তমানে জলস্তর বিপদসীমায় রয়েছে। ফলে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও জলস্তর এখনও কমেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত জল বিপদসীমার কাছাকাছি থাকবে, ততক্ষণ উদ্ধারকারী দল এলাকায় থাকবে। জলস্তর কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উদ্ধার অভিযান ধীরে ধীরে বন্ধ করা হবে।

এদিকে এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, চন্দ্রপুর-বলদাখাল ও আশপাশের বেশ কিছু এলাকা প্রতিবছরই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম প্রস্তুতি রাখা হয়েছিল। সকাল থেকেই মহকুমা শাসকসহ অন্যান্য আধিকারিক ও উদ্ধারকারী দল বোট নিয়ে কাজ করছে।তিনি আরও জানান, খয়েরপুর এলাকা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। পাশাপাশি মরিয়মনগর, কালিনগর ও বৃদ্ধিনগর এলাকাতেও জল ঢুকেছে। দেবতাবাড়ি এলাকার উপরেও বন্যার জল প্রভাব ফেলেছে বলে জানান তিনি।

৭টি মামলার নিষ্পত্তি

● **প্রথম পাতার পর** মোট ১৮১টি মামলা শুনানির জন্য তোলা হয়। এর মধ্যে ওএনজিসির বিরুদ্ধে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সাতটি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

আগরতলা জেলা ও দায়রা আদালত থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মামলার পক্ষ ও বিপক্ষের প্রতিনিধিরা শুনানিতে অংশ নেন। নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলিতে ত্রিপুরার আবেদনকারীদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী জয় কিষাণ সাহা। অন্যদিকে, ওএনজিসির পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী সৌরভ কুমার লাল।

আগরতলা আদালত চত্বরে শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উপসচিব রাজর্ষি চক্রবর্তী, পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের জেলা সচিব রামানুজ ভট্টাচার্য, জুডিশিয়াল অফিসার সৌপ্তিক ঘোষসহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, গত ২১ আগস্ট থেকে তিন দিন ধরে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ লোক আদালতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই ত্রিপুরার মামলাগুলিও শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়।

৮ বছরের শিশুর

● **প্রথম পাতার পর** কর্মীরা পৌঁছানোর পর উদ্ধারকাজের পরিবর্তে দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইলে ভিডিও করতেই ব্যস্ত ছিলেন। উদ্ধারকাজে প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে দমকল বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি।

দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালানোর পরও শিশুটির সন্ধান মেলেনি বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরতে হয় উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের। ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন নিখোঁজ আজমির ইসলামের মা ও পরিবারের সদস্যরা।

শিশুটি নদীর জলে তলিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার বহু মানুষ। শিশুটির সন্ধানে আরও জোরদারভাবে তল্লাশি চালানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ধারকাজের ভূমিকা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

জিতেন্দ্র

● **প্রথম পাতার পর** পূরণ হয়নি বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, বেকার যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং রাজ্যের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।এদিনের সভা থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা ও সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির বিষয়েও সরব হন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, একটি সুসংগঠিত বিদ্যুৎ সংস্থাকে বর্তমান সরকার ঘাটতি ও সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ মাশুল ও বিভিন্ন চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এর প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামার পর সরকার ভর্তুকির ঘোষণা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে দাবি করেন তিনি।সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে বিরোধী দলনেতা বলেন, নিজেদের ন্যায্য দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন কোনোভাবেই থামিয়ে দেওয়া যাবে না। কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি পাশে থাকার আশ্বাস দেন।কর্মসূচির শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৩ দফা দাবিসংবলিত একটি দাবিপত্র বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। দাবিপত্র গ্রহণ করে তিনি জানান, আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে কর্মচারীদের দাবিগুলি নিয়ে তিনি সরব হবেন এবং বিষয়গুলি বিধানসভায় উত্থাপন করবেন। এদিনের কর্মসূচিতে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতির নেত্রী মহুয়া রায়-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিখোঁজ ২২ ক্রু

● **প্রথম পাতার পর** পারাদীপ বন্দর থেকে প্রায় ১,৭০০ টন লৌহ আকরিক নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। জাহাজে ২৪ জন ক্রু ছিলেন২০ জন চিনা নাগরিক, মায়ানমারের তিনজন এবং বাংলাদেশের একজন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর ইস্টার্ন নেভাল কমান্ড জানিয়েছে, ২২ আগস্ট এমভি ওশান-উইনার থেকে বিপদসংকেত পাওয়ার পর ভারতীয় নৌবাহিনীর পি-৮আই নজরদারি বিমানকে দ্রুত অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে নামানো হয়। শ্রী বিজয় পুরমের মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টার-এর সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান শুরু হয়।

নৌবাহিনীর বিমানটি এলাকায় ছড়িয়ে থাকা একটি লাইফর্যাফ শনাক্ত করে। এরপর কাছাকাছি চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ এমটি আইসোপোস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধারকাজে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়। ২২ আগস্ট সন্ধ্যার মধ্যে এমটি আইসোপোস দুটি পৃথক লাইফর্যাফ থেকে দুই ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করে। এদিকে নিখোঁজদের সন্ধানে ভারতীয় নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে।

২২ আগস্ট সকাল ১১টা ৪৮ মিনিটে শ্রী বিজয় পুরমের এমআরসিসি জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর পায়। জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা ভিক্টরি স্টার গ্রুপ কোং লিমিটেড। অনুসন্ধান ও উদ্ধার সহায়তার জন্য আবেদন জানায়।

এরপর ভারতীয় সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ নেটওয়ার্ক সক্রিয় করা হয়। কোস্ট গার্ডের আইসিজিএস বরদ ও আইসিজিএস অনমোল-কে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে আইসিজিএস বিজিত-কেও শ্রী বিজয় পুরম থেকে উদ্ধার অভিযানে পাঠানো হয়। আশপাশে থাকা অন্যান্য জাহাজগুলিকেও নিখোঁজ ক্রুদের সন্ধানে সহায়তার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

জাহাজটি ঠিক কী কারণে ডুবে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিখোঁজ ২২ জন ক্রু সদস্যের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। উদ্ধার হওয়া দুই ক্রু সদস্যের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

প্রবল বর্ষণে প্লাবিত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা, দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা সাংসদ বিপ্লবের

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: প্রবল বর্ষণের জেরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ, ত্রাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় বিপ্লব কুমার দেব জানান, প্লাবিত এলাকাগুলিতে যথাযথ উদ্ধারকার্য পরিচালনা, ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশাসনিক সমস্ত ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

তিনি বলেন, দুর্গত মানুষের পাশে থেকে দ্রুত ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

একইসঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও নিরাপদ থাকার পরামর্শ দেন। প্রবল বর্ষণ ও জলমগ্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যাওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

বাড়িতে চুরি

● **প্রথম পাতার পর** খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। চুরির ঘটনায় ঠিক কী কী সামগ্রী বা নগদ অর্থ খোয়া গেছে এবং মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা এখনও স্পষ্ট নয়।এক রাতেই পরপর চারটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। দ্রুত চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এলাকায় রাতের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। চোরদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কনজিউমার অ্যাসো'র

● **প্রথম পাতার পর** ব্যয়, অনাদায়ী বিদ্যুৎ বিল, বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয়জনিত ক্ষতির বোঝা গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে পাওয়ার গ্রিড থেকে তুলনামূলক বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার কারণে এফপিপিসিএ চার্জের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বাড়ানো হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থের পরিবর্তে টিএসইসিএল -এর স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার যদি পাওয়ার গ্রিড থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করত এবং ডিউটি চার্জ না নিত, তাহলে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল এতটা বাড়ত না। একইসঙ্গে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল ও আনুষঙ্গিক চার্জ পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রেগুলেটরি কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠানোরও দাবি জানান তিনি।সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎ নিগম যেহেতু ত্রিপুরা সরকারের একটি কোম্পানি, তাই বিদ্যুৎ চুরি, অপচয় এবং অনাদায়ী বিল আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। পাশাপাশি টিএসইসিএল-এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয় কমানোরও দাবি জানান তিনি।এদিনের কনভেনশন থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থে বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বক্তাদের বক্তব্য, বর্ধিত মাশুল ও বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে নামতে হবে।কনভেনশনের শেষ পর্যায়ে আগামী দিনে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে অ্যাডভোকেট হরকিশোর ভৌমিক, সম্পাদক হিসেবে সঞ্জয় চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে উমা চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর** হয় এবং রাস্তার দুই পাশে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অবরোধ শুরু হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও আধিকারিক বা সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেননি।স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রতি বছর বর্ষার সময় জল জমে সমস্যায় পড়তে হয়। এবার জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণের কাজের সঙ্গে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। অবিলম্বে ড্রেন নির্মাণ করে রাস্তার জল যাতে লোকালয়ে ঢুকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, ড্রেন নির্মাণ ও স্থায়ী জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ইসরোর চেয়ারম্যান তথা মহাকাশ দফতরের সচিব ড. ভি. নারায়ণনও ভারতকে মহাকাশ ক্ষেত্রে বিশ্বনেতৃত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও বেশি উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

২০২৬ সালের জাতীয় মহাকাশ দিবসের মূল ভাবনা, 'বিক্ষিত ভারতের পথে: উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক মহাকাশ নেতৃত্বে আকাঙ্ক্ষা'। এই ভাবনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি উদ্ভাবন, অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় মহাকাশ দিবস ২০২৬-এর বার্তায় ড. ভি. নারায়ণন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমানা আরও প্রসারিত করার পাশাপাশি ভারতের মহাকাশ বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের

● **প্রথম পাতার পর** ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি অল্প সময়ের বৃষ্টিতে হাওড়া নদীতে ব্যাপক জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় জিরানিয়া নির্মাণচল থেকে খয়েরপুর-চন্দ্রপুর পর্যন্ত যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। ছোট যানবাহন ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতও ব্যাহত হয়। দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার-হাট বন্ধ থাকার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষক এবং অফিস-আদালতের কর্মীদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। এমনকি অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসালয় বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে বলে দাবি কংগ্রেসের। হাওড়া নদী সংলগ্ন নিচু এলাকাগুলিতে জলমগ্নতা বেড়ে বাড়িঘরেও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। কাঁচা বাড়িঘর ভেঙে পড়ার পাশাপাশি বহু মানুষ তাঁদের সঞ্চিত সম্পদ হারাচ্ছেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, গত সাড়ে আট বছরে এই ধরনের পরিস্থিতি প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কখনও কখনও সরকার ও প্রকৌশলীরাও হাওড়া নদী ও কাটাখালের বাঁধকে যান চলাচলের জন্য বিপজ্জনক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি দলের।

কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, আগরতলা শহর ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের নিরাপত্তা, বাঁধ সংস্কার এবং হাওড়া নদী ও কাটাখালের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর মতো জরুরি বিষয়কে অগ্রাধিকার না দিয়ে সরকার হাওড়া নদীর প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকায় 'স্মার্ট সিটি' ও সৌন্দর্যায়নের নামে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, প্রকৌশলী, পূর্ত, সেচ ও বন দপ্তরের আধিকারিক এবং জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা বড়মুড়ার পাদদেশ এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। তখন হাওড়া নদীর জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে ড্রেজিং, বড়মুড়ায় বনায়ন, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য বৃহৎ জলাধার, উঁচু বাঁধ এবং নদীর পাশে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণের মতো একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানানো হয়েছিল বলে দাবি কংগ্রেসের।

প্রদেশ কংগ্রেসের প্রশ্ন, আট বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই ঘোষণা, সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের কী হয়েছে, তা রাজ্যবাসীর সামনে স্পষ্ট করা হোক।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সৌন্দর্যায়ন বা উন্নয়নের বিরোধী নয় দল। তবে মানুষের স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কোনো উন্নয়নই কাম্য হতে পারে না। মানুষের জীবন, সম্পদ, বাড়িঘর, কৃষিজমি, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালতে যাতায়াত নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

দলের দাবি, হাওড়া ও কাটাখালের জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে অবিলম্বে ড্রেজিং, হাওড়া ও কাটাখালের বাঁধ সংস্কার এবং বড়মুড়ার পাদদেশে ঘোষিত জলাধার নির্মাণের মতো জরুরি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বড় বড় প্রকল্পের আগে বিদ্যমান পরিকাঠামো এবং মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছে দল।

এছাড়া সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবি জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস বলেছে, সরকারি অর্থ জনগণের করের টাকা। তাই গত সাড়ে আট বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কত টাকা পাওয়া গেছে এবং প্রকৃতপক্ষে কত টাকা খরচ হয়েছেতার পূর্ণাঙ্গ তথ্য শ্বেতপত্র প্রকাশের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

সরকার দ্রুত উদ্যোগ না নিলে আগামী দিনে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। প্রেস বিবৃতিতে এই বক্তব্য জানান দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

আহত চার

● **প্রথম পাতার পর** এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। দুই রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের আনাগোনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বিপ্লব দেবের

● **প্রথম পাতার পর** *সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় বিপ্লব কুমার দেব জানান, প্লাবিত এলাকাগুলিতে যথাযথ উদ্ধারকার্য পরিচালনা, ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশাসনিক সমস্ত ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি বলেন, দুর্গত মানুষের পাশে থেকে দ্রুত ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।একইসঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও নিরাপদ থাকার পরামর্শ দেন। প্রবল বর্ষণ ও জলমগ্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যাওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বানও জানানো হয়েছে।*

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** অনেক জায়গায় জল ঢুকেছে। ২০২৪ সালের আগস্টেও একই ঘটনা ঘটেছিল। জেলাশাসক থেকে শুরু করে সচিব সবাই কাজ করছেন। আমি যখন একটি কর্মসূচির জন্য অমরপুরে ছিলাম, তখন ফোনে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলি। হাওড়া নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল, তবে এখন ধীরে ধীরে জল কমছে, যা একটি ভালো দিক। বৃষ্টি হচ্ছে না।''মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং সবার জন্য খাবার ও শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা টিম মাঠে রয়েছে। নৌকাও নামানো হয়েছে। আমিও কিছু জায়গা পরিদর্শন করেছি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং ৪১৩টি পরিবারের ১,৩০৫ জন মানুষ ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। কীভাবে এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করা যায়, তা নিয়েও আমি ভাবছি। বাঁধও নির্মাণ করা হয়েছিল; তবুও আমরা কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কাজ করছি, তবে প্রকৃতির সঙ্গে তো আর প্রতিযোগিতা করা যায় না। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সতর্ক রয়েছি। এনডিআরএফ টিম রিজার্ভে রাখা হয়েছে। পার্টি কর্মী ও কার্যকর্তা সহ কাউন্সিলররা দিনরাত কাজ করছেন। আমরাও কড়া নজর রাখছি। পশ্চিম জেলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সরকারের সচিব মিলিন্দ রামটেক, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

সহকর্মীকে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা

বিশ্রামগঞ্জ, ২৩ আগস্ট: দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর বিশ্রামগঞ্জ থানায় কর্মরত থাকার পর টাকারজলা থানায় বদলি হওয়া সাব-ইন্সপেক্টর নবীন জমাতিয়াকে আবেগঘন পরিবেশে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা সহ থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। রবিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ থানার প্রাঙ্গণে এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে সাব-ইন্সপেক্টর নবীন জমাতিয়ার সঙ্গে থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীদেরও গড়ে উঠেছিল আন্তরিক সম্পর্ক। তাই সহকর্মীর বিদায়ের মুহূর্তে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ওসি অজিত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে নবীন জমাতিয়াকে ফুলের তোড়া, ছাতা, কলম ও ডায়েরি দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। থানার পুলিশকর্মীরাও তাঁর সঙ্গে কাটানো কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরেন এবং নতুন কর্মস্থলে তাঁর সাফল্য কামনা করেন।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওসি অজিত দেববর্মা বলেন, দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার কারণে নবীন জমাতিয়ার সঙ্গে তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। নতুন কর্মস্থল টাকারজলা থানায় তিনি যেন নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং কর্মজীবনে আরও সাফল্য অর্জন করেনএই প্রার্থনাই করেন তিনি।

সংসদে মহিলা সংরক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ ‘বন্দে মাতরম’-কে সমর্থন করুন রাহুল গান্ধী: স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (আইএএনএস): লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মহিলাদের দেশের ‘সবচেয়ে বড় সম্পদ’ বলে মন্তব্য করার একদিন পরেই তাঁকে নিশানা করলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি ইরানি। নাম না করে তিনি রাহুল গান্ধীর কাছে সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’-এর দ্রুত বাস্তবায়নে সমর্থন জানানোর আবেদন করেন। পাশাপাশি কংগ্রেস সদর দফতরে জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ গাওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি।

বিজেপির নতুন নিযুক্ত পদাধিকারী, রাজ্য প্রভারী ও রাজ্য সভাপতিদের নিয়ে বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন-এর নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্মৃতি ইরানি এই মন্তব্য করেন।

শনিবার পুনেতে ‘ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ’ অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলেন মহিলারা। তাঁরা কারও সম্পত্তি নন, নিজেদের স্বাধীন সত্তা রয়েছেএই বার্তা দিয়ে তরুণীদের ‘খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসার’ আহ্বান জানান তিনি।

পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর তীব্র সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, মহিলাদের নির্ভরশীল করে রাখা ‘মনুস্মৃতি মানসিকতার’ অংশ।

রাহুলের এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে স্মৃতি ইরানি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব এনেছেন এবং আইন পাশ করিয়েছেন। এর ফলে দেশের আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী সব রাজনৈতিক দলকে দ্রুত এই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার আহ্বানও জানিয়েছেন।”

তিনি বলেন, কংগ্রেসের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা যখন মহিলাদের এবং মহিলা নেতৃত্বের পক্ষে কথা বলছেন, তখন তাঁর কাছে অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রী মোদির এই উদ্যোগকে সমর্থন করুন এবং দ্রুত মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার পক্ষে দাঁড়ান।

‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গেও রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেন বিজেপি নেত্রী। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল এবং হিন্দুরা ভগবতী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপাসনা করেন।

এরপর স্মৃতি ইরানি বলেন, “‘বন্দে মাতরম’-এর যে স্তবকগুলি কংগ্রেস সদর দফতরে গাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে মা দুর্গার উল্লেখ রয়েছে। আমরা মা দুর্গাকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক হিসেবে উপাসনা করি। তাই মা দুর্গার সেই বন্দনা এবং ‘বন্দে মাতরম’-এর পূর্ণাঙ্গ পরিবেশন কংগ্রেস সদর দফতরে হওয়া উচিত।”

তিনি আরও বলেন, মহিলাদের পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি এই দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস নেতা তাঁর বক্তব্যকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন।

স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেস সদর দফতরে ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের সময় দলের শীর্ষ নেতাদের ভূমিকা এবং পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি-র দলীয় কর্মসূচিতে জাতীয় সঙ্গীতটির প্রথম দুটি স্তবকই পরিবেশনের সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সিডব্লিউসি-র সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে স্মৃতি ইরানি বলেন, “কোনও রাজনৈতিক দল দেশের সংসদের চেয়ে বড় হতে পারে না। কোনও রাজনৈতিক দলের বক্তব্যও দেশের সংসদের চেয়ে বড় নয়।”

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিক্ষকের মারধরে গুরুতর অসুস্থ ছাত্র, সাব্রুমে আইনি পদক্ষেপের দাবি পরিবারের

সাব্রুম, ২৩ আগস্ট: শিক্ষকের মারধরে সাব্রুম বিদ্যাজ্যোতি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সাব্রুম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ছাত্রের পরিবার।

জানা গেছে, কলাছড়া বাজার সংলগ্ন মনসিং পাড়ার বাসিন্দা ১৩ বছরের বিকাশ ত্রিপুরা সাব্রুম বিদ্যাজ্যোতি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পরিবারের অভিযোগ, গত ১১ আগস্ট দ্বিতীয় পিরিয়ডে কম্পিউটার শিক্ষক প্রতীক চক্রবর্তী সপ্তম শ্রেণির ক্লাসে প্রবেশ করেন। ক্লাস চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের হাতের লেখা পরীক্ষা করার সময় বিকাশের খাতার নিচে খাবারের একটি প্যাকেট দেখতে পান শিক্ষক।

অভিযোগ, বিকাশ সেটি ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে গেলে শিক্ষক তাকে ডেকে নেন। এরপর শিক্ষক মেজাজ হারিয়ে একাধিক বেত দিয়ে বিকাশকে বেধড়ক মারধর করেন বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনার পর বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানায় বিকাশ। পরিবারের দাবি, মারধরের কারণে প্রচণ্ড ব্যথায় ওই রাতে ঘুমাতে পারেনি সে। পরদিন ১২ আগস্ট পরিবারের সদস্যরা আহত বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যান এবং পুরো বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার দেবনাথকে জানান।

পরে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রের অভিভাবকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ বিকাশের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব নেয় বলে জানা গেছে।

তবে পরিবারের দাবি, পরবর্তীতে বিকাশের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের।

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে গত ১৯ আগস্ট সাব্রুম থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিকাশের পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, থানায় মামলা দায়েরের খবর পাওয়ার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ আরও তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিকাশের কলাছড়ার বাড়িতে যান। সেখানে পরিবারের সদস্যদের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় বলে অভিযোগ।

তবে সেই অনুরোধে রাজি হননি পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের প্রশ্ন, ঘটনার পর এতদিন স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কেন কোনও খোঁজ নেওয়া হয়নি? ছাত্রকে মারধরের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে পরিবার।

ধলাই জেলা কমিটি গঠন করল ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: ধলাই জেলার কুলাইস্থিত ডিডিআরসি কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক থেকেই সংগঠনের ধলাই জেলা কমিটি নতুন করে গঠন করা হয়েছে।

রবিবার ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫ সদস্যের ধলাই জেলা কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিজয় পাল, সম্পাদক সুনীল দেবনাথসহ ধলাই জেলার প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলার প্রবীণ সাংবাদিক সুপ্রিয় দত্ত।

এদিনের বৈঠকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, পেশাগত সমস্যা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ধলাই জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে সুপ্রিয় দত্ত, সম্পাদক হিসেবে সৈকত দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কিরণ দেববর্মাকে মনোনীত করা হয়। এছাড়াও সহ-সভাপতি হিসেবে চাকমা এবং সহ-সম্পাদক হিসেবে দুলাল চক্রবর্তীসহ অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কমিটি গঠনের পর ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য নেতৃত্ব সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম, সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নবগঠিত জেলা কমিটি সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে আগামী দিনে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানানো হয়।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ২৬ আগস্ট ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির বিশেষ জুলুস

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আগামী ২৬ আগস্ট ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির উদ্যোগে বিশেষ জুলুস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই জুলুসকে সামনে রেখে রবিবার ইন্দ্রনগরে অবস্থিত ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির মসজিদ প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ইমাম

নজরুল ইসলাম আল কাদেরী সুমনসহ সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তারা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী ২৬ আগস্টের জুলুসের রুট, কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রস্তুতির বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ২৬ আগস্ট ইন্দ্রনগর থেকে জুলুসটি শুরু হবে। এরপর আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় ইন্দ্রনগরে অবস্থিত ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির মসজিদ প্রাঙ্গণে এসে জুলুসের সমাপ্তি হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনের পর সমিতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত এই জুলুস শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতি।

অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণসহ ১৩ দফা দাবিতে আগরতলায় সরকারি কর্মচারী সমিতির মিছিল

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণসহ ১৩ দফা দাবিতে আগরতলা শহরে মিছিল সংগঠিত করল ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি। রবিবার সংগঠনের উদ্যোগে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে সংগঠনের সদস্য ও কর্মীরা অংশ নেন। তাঁদের হাতে বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার দেখা যায়। মিছিল শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা অনিয়মিত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং শূন্যপদ পূরণ না হওয়ার বিষয়গুলি তুলে ধরেন। পাশাপাশি ১৩ দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তাঁরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিতকরণ এবং সরকারি দপ্তরগুলিতে থাকা শূন্যপদ দ্রুত পূরণের দাবি জানানো হয়।

কাকড়াবন ডায়েটে ডিএলএডের নবাগত শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা

উদয়পুর, ২৩ আগস্ট: কাকড়াবন ডায়েট কলেজে ডিএলএডের ২০২৬-২০২৮ শিক্ষাবর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শনিবার এক বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা ও পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নতুন শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষাদর্শন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ ও পেশাগত দায়বদ্ধতা গড়ে তোলাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটির ডিরেক্টর শ্রীমতি এল ডারলং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটির ডেপুটি ডিরেক্টর সাগর দেববর্মা, গোমতী জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, কাকড়াবন ডায়েট কলেজের অধ্যক্ষ সমীর দেববর্মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ এবং নবাগত প্রশিক্ষণার্থীরা।

‘বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী পর্বেই দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে গুণগত শিক্ষা, আত্মবিশ্বাসের বিকাশ, আত্মোন্নয়ন এবং দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মতো মূল্যবোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

বক্তারা নবাগত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, একজন শিক্ষক শুধুমাত্র পাঠদান করেন না; একজন শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনা, চরিত্র, মূল্যবোধ ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই একজন আদর্শ শিক্ষককে জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি মানবিক, দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল, নৈতিক ও সমাজসচেতন হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তাঁরা।

অধ্যক্ষ সমীর দেববর্মা তাঁর স্বাগত ভাষণে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তিনি জানান। আগামী দিনে প্রতিষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করে তুলতে পরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কেও আলোকপাত করেন অধ্যক্ষ।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নবাগত প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগীত ও নৃত্যসহ বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার পরিচয় তুলে ধরেন। সাংস্কৃতিক পর্বটি অনুষ্ঠানে বাড়তি প্রাণসঞ্চার করে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয়। কলেজের ফ্যাকাল্টি তথা লেকচারার কৌশিক মজুমদার, জয়দীপ চক্রবর্তী, কৃষ্ণধন দাস, দুলাল চন্দ্র দাস, মৌটুসী দাস ও সন্দীপা ভট্টাচার্যী অনুষ্ঠানটি সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

‘বন্দে মাতরম দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হলেও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। আগামী দুই বছরের প্রশিক্ষণ জীবনের শুরুতে এই অভ্যর্থনা ও পরিচিতি অনুষ্ঠান নবাগত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি স্মরণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দাবায় গোমতীর সাফল্য, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে যাবে পাঁচ প্রতিযোগী

উদয়পুর, ২৩ আগস্ট: আগরতলার এনএসআরসিসিতে গত ২০ আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৪ ও অনূর্ধ-১৭ বালক-বালিকা বিভাগের দাবা প্রতিযোগিতায় গোমতী জেলার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দাবাপ্রেমীরা। ত্রিপুরার আট জেলার প্রতিযোগীদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় গোমতী জেলার একাধিক দাবাড়ু কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

অনূর্ধ-১৪ বালিকা বিভাগে গোমতী জেলার উদয়পুরের অবন্তিকা রায় তৃতীয় এবং অনুষ্কা দেবনাথ চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। অনূর্ধ-১৭ বালিকা বিভাগে অয়ন্তিকা দেব প্রথম এবং সৃজা রায় চতুর্থ স্থান দখল করেছে। পাশাপাশি অনূর্ধ-১৪ বালক বিভাগে দেহান ভৌমিক চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। তবে অনূর্ধ-১৭ বালক বিভাগে গোমতী জেলার কোনও প্রতিযোগী প্রথম চারটি স্থানের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারেনি।

উল্লেখ্য, গত বছরও অনূর্ধ-১৪ বালিকা বিভাগে ত্রিপুরায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিল অয়ন্তিকা দেব। চলতি বছর অনূর্ধ-১৭ বালিকা বিভাগেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সবকটি ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে সে।

এই সাফল্যের সুবাদে আগামী জানুয়ারি মাসে অনূর্ধ-১৭ বালিকা বিভাগে অয়ন্তিকা দেব ও সৃজা রায় রাজস্থানে এবং অনূর্ধ-১৪ বালক-বালিকা বিভাগে অনুষ্কা দেবনাথ, অবন্তিকা রায় ও দেহান ভৌমিক মধ্যপ্রদেশে খেলতে যাবে বলে জানা গেছে।

চারটি বিভাগে মোট ২০ জন প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীর মধ্যে গোমতী জেলার পাঁচজন প্রতিযোগী রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় উদয়পুরের দাবাপ্রেমীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, দেহান ভৌমিক উদয়পুর ব্রিলিয়ান্ট স্টার স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সৃজা রায় ও অয়ন্তিকা দেব উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যথাক্রমে নবম ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। অন্যদিকে, অনুষ্কা দেবনাথ উদয়পুর ডন বস্কো স্কুল এবং অবন্তিকা রায় ব্রিলিয়ান্টার্স স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী।

তাদের এই সাফল্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং দাবাপ্রেমীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী প্রতিযোগিতাগুলিতেও গোমতীর এই দাবাড়ুরা সাফল্যের ধারা বজায় রাখবে বলে আশা করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

চারিপাড়া থেকে কুখ্যাত চোর আটক

● **আটের পাতার পর** হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি কোন কোন চুরির ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মালু মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরিচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্তের স্বার্থে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমতলী থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, ধৃতকে রবিবার আদালতে পেশ করা হবে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য বের করে অন্য কেউ যুক্ত থাকলে তাকেও আটক করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

পাঁচ দফা দাবিতে ২৫ আগস্ট গণধর্নার

● **আটের পাতার পর** কাছে গণডেপুটেশনও দেওয়া হবে। ধনমনি সিংয়ের অভিযোগ, ত্রিপুরা জুটমিল কর্তৃপক্ষ হলফনামা দাখিলের পর ‘ফার্স কাম, ফার্স সার্ভ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে বকেয়া টাকা পরিশোধের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মোট ১,৬৩৭ জন প্রাপকের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশের বকেয়া ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তবে সংগঠনের দাবি, বকেয়া বা এরিয়ার টাকা পাওয়ার জন্য যোগ্য প্রাপকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বলে অভিযোগ সংগঠনের।

অনতিবিলম্বে সমস্ত প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ, বকেয়া অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা-সহ পাঁচ দফা দাবিতে আগামী ২৫ আগস্টের গণধর্না কর্মসূচি সফল করার জন্য শ্রমিক, কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন।

অবরোধের চাপে অবশেষে কাজ শুরু, কৈলাসহরের ডাকবাংলা-রাঙ্গাউটি সড়ক সংস্কারে উদ্যোগ

কৈলাসহর, ২৩ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা ডাকবাংলা থেকে রাঙ্গাউটি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংস্কারের কাজ অবশেষে শুরু হয়েছে। গত শুক্রবার কৈলাশহর টিলা বাজার এলাকায় ব্যাটারি চালিত অটো শ্রমিকদের রাস্তা অবরোধের পর প্রশাসনের দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন অংশে বড় বড় খানাখন্দ ও ভাঙাচোরা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যানবাহন চলাচলে ব্যাপক সমস্যার পাশাপাশি প্রতিদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন ব্যাটারি চালিত অটোচালক ও যাত্রীরা।

সড়কের বেহাল দশার প্রতিবাদে এবং দ্রুত সংস্কারের দাবিতে গত শুক্রবার টিলা বাজার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন অটো শ্রমিকরা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কুমারঘাট পিডব্লিউডি দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের এক ডিসি। তাঁরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাকবাংলা থেকে রাঙ্গাউটি পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করার আশ্বাস দেন।

প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন অটো শ্রমিক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, দ্রুত ও সঠিকভাবে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হলে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে এবং যান চলাচলও স্বাভাবিক হবে। তবে স্থানীয়দের দাবি, শুধুমাত্র সাময়িকভাবে খানাখন্দ মেরামত না করে সড়কটির পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার করা হোক। যাতে ভবিষ্যতে ফের একই সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সাধারণ মানুষকে।

তামাক বর্জনের বার্তা নিয়ে প্রান্তিক ক্লাবের দুর্গাপূজা, প্রাকৃতিক সাজে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: তামাক বর্জনের সামাজিক বার্তা নিয়ে এবছর দুর্গাপূজার আয়োজন করছে আগরতলার প্রান্তিক ক্লাব। রবিবার খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে এবছরের দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও বিশেষ ভাবনা ও সামাজিক বার্তাকে সামনে রেখে পূজার আয়োজন করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এবার প্রান্তিক ক্লাবের দুর্গাপূজার মূল ভাবনা ‘তামাক বর্জন’। এই থিমের মাধ্যমে তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিক এবং এর ফলে মানুষের শরীর ও সমাজে তৈরি হওয়া নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হবে। মণ্ডপসজ্জার বিভিন্ন উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তামাক বর্জনের সচেতনতা গড়ে তোলাই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।

এবারের মণ্ডপসজ্জাতেও থাকছে বিশেষ চমক। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে মণ্ডপ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নারিকেলের রাঁচি ব্যবহার করে মণ্ডপকে প্রাকৃতিক ও নান্দনিক রূপ দেওয়া হবে।

মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষ কারিগর ও মৃৎশিল্পীরা। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আলোকশিল্পীদের হাত ধরে মণ্ডপে থাকছে বিশেষ আলোকসজ্জা। তবে এই আয়োজনের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীদেরও যুক্ত করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

সামাজিক সচেতনতার বার্তা, প্রাকৃতিক উপকরণে নান্দনিক মণ্ডপসজ্জা এবং আকর্ষণীয় আলোকসজ্জার সমন্বয়ে এবছর প্রান্তিক ক্লাবের দুর্গাপূজা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল

● **আটের পাতার পর** বৈঠক করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং, উদয়পুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিশ্বজিত দেবনাথ সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজারেরা। বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, স্বাস্থ্য সচিবের নির্দেশ ও পরামর্শ মতো অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও উন্নত করার জন্য সবরকম চেষ্টা চালানো হবে।

এছাড়া, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নবনির্মিত কোয়ার্টারগুলোর জল সংযোগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে তা অবিলম্বে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হবে বলেও তিনি জানান। পরিশেষে, ছুটির দিনেও চিকিৎসা পরিষেবায় নিয়োজিত সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেন স্বাস্থ্য সচিব।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই তিনটি

● **আটের পাতার পর** কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আগুন নেভানোর সময় বৃষ্টিও শুরু হয়। তবে ততক্ষণে তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি। আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে এবং কীভাবে হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও নির্ধারণের চেষ্টা চলছে।

পুনর্বাসিত ব্রু-রিয়াং

● **আটের পাতার পর** এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণও শুরু করেছে। এর ফলে রাজ্যের যুবকদের জন্য আতিথেয়তা, পর্যটন, অনুবাদ, বিজনেস প্রসেস সার্ভিস এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত সুযোগ তৈরি হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্রু পুনর্বাসন কলোনিগুলিতে একটি বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মূল লক্ষ্য হল-প্রতিটি ব্রু পরিবারের অন্তত: একজন সদস্যকে কোনও একটি পেশায় প্রশিক্ষিত করে উপার্জনে সক্ষম করে তোলা। প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে এবং ক্যাম্পের ভিতরে অথবা ক্যাম্পের কাছাকাছি এলাকায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে কোনও প্রার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য পরিবার বা পুনর্বাসন এলাকা ছেড়ে যেতে না হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক যোগ্য প্রার্থীকে টুল কিট প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা উপার্জনের সুযোগ পান। ২০২৪ সাল থেকে দুই পর্যায়ে এই কর্মসূচির আওতায় ৪১টি বিভিন্ন ট্রেডে ৪,২৮৮টি পরিবারের মোট ৫,১২৬ জন ব্রু যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য মোট ১৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ের সংস্থান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ট্রেডের মধ্যে রয়েছে পশুপালন ও কৃষি, নির্মাণ, বস্ত্র ও হস্ততাঁত, পরিবহণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিষেবা এবং ক্ষুদ্র খাদ্য ব্যবসা। বিশেষ করে সেলাই, হস্ততাঁত, মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন এবং আচার তৈরির মতো ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এর ফলে বহু পরিবারে দ্বিতীয় উপার্জনকারী হিসেবে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের ট্রেডগুলির মধ্যে রয়েছে সেলাই, মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, সোলার এলইডি ও সোলার পিন্ডি, দু’চাকার যানবাহন মেরামত, নাপিত, ঐতিহ্যবাহী হস্ততাঁত, বাঁশের সামগ্রী তৈরি, স্ট্রিট ফুড বিক্রয় এবং রাস্তার ধারের খাদ্য পরিষেবা।

বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া ও বিধায়ক রঞ্জিত দাস। এছাড়া স্বাগত ভাষণ রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব, কিরণ গিত্তে। অনুষ্ঠানে ব্রু প্রশিক্ষণের বিষয়ে একটি তথ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরর অধিকর্তা প্রদীপ কে, পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের পর অতিথিগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আয়োজিত স্টল ও প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

"শ্যাম সুন্দর কোং চন্দ্র মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ফুটবল", প্রেস প্রিভিউ ও জার্সি-প্যারেড অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। রাজধানীর ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবারও গ্যালারিতে ফিরতে চলেছে স্থানীয় লীগের উত্তাপ। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর ব্যবস্থাপনায় এবং রাজ্যের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আর্থিক সহযোগিতায় আগামী ২৮ অগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী "শ্যাম সুন্দর কোং চন্দ্র মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল" আসর। এ উপলক্ষে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে টিএফএ ও স্পনসর প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন টিএফএ-র সহ-সভাপতি তথা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা, সহ-সভাপতি অমিত দেব, সম্পাদক অমিত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক তপন সাহা ও কৃষ্ণপদ সরকার। এ দিনের সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নয়টি দলের কোচ, ম্যানেজার ও অধিনায়কেরা নিজ নিজ ক্লাবের জার্সি পরিধান করে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শুরু উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ ফটোসেশনও অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট নয়টি প্রথম সারির ক্লাব অংশ নিচ্ছে। দলগুলি হলো গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ ক্লাব, টাউন ক্লাব, ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল সংঘ, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, নাইট বুলেটস ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এবং কল্যাণ সমিতি। খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, প্রতিদিন বিকেল ৩টে এবং সন্ধ্যা ৬টায়। সিঙ্গল লীগ কাম সুপার লীগ পদ্ধতিতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়ায় প্রথম পর্বের পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে সুপার লীগে ওঠার ভাগ্য, ফলে শুরু থেকেই পয়েন্ট খোয়ানোর কোনো সুযোগ নেই। ২৮ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ ক্লাব ও টাউন ক্লাব। পরদিন, ২৯ আগস্ট নামবে এগিয়ে চল সংঘ ও রামকৃষ্ণ ক্লাব। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা জানান, নয় দলের এই রোমাঞ্চকর লড়াই আগরতলার ফুটবল অঙ্গনে বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি করবে। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা জানান, আগামী দিনে মহিলা ফুটবলারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে এবং শিবির শেষে "শ্যাম সুন্দর গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট" চালু করার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে শহরের অনতিদূরে একটি বৃহৎ প্রকল্প রূপায়ণের কাজও প্রক্রিয়াধীন। ব্যবসায়িক পরিচয়ের বাইরে গিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দীর্ঘ বছর ধরে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে সমর্থন জুগিয়ে আসছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত গৌরচন্দ্র সাহার স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে রাজ্যের তরুণ ফুটবলারদের মানোন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির অব্যাহত পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ফুটবল প্রেমী মহল।

সিনিয়র ক্রিকেটে কৈলাশহরকে হারিয়ে এলিট থেকে অবনমন বাঁচালো সোনামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক এলিট গ্রুপের অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এক রেলিগেশন ম্যাচে অবনমন বাঁচিয়ে টিকে রইল সোনামুড়া দল। আজ, রবিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বাঁচা-মরার এই লড়াইয়ে কৈলাসহরকে ২ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে সোনামুড়া। এর ফলে আগামী বছরও তারা এলিট গ্রুপেই নিজেদের স্থান ধরে রাখতে সফল হলো, অন্যদিকে পরাজিত হওয়ায় কৈলাসহরের অবনমন ঘটে প্লেট গ্রুপে নেমে গেল। সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কৈলাসহর ৪৪.৫ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্ক প্রভ সিনহা ৭৭ বলে ৬২ রান এবং সৈকত দাশগুপ্ত ৬৫ বলে ৩৮ রান করেন। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সোনামুড়া ৪২.৫ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় লক্ষ্য (১৭৫/৮) পৌঁছে যায়। দলের জয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং অবদান রেখে অরিন্দম বর্মন ৩১ বলে ৬৯ রান সংগ্রহ করেন। ম্যাচের এই তীব্র লড়াইয়ে বল হাতেও দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখা গেছে উভয় দলের বোলারদের পক্ষ থেকে। সোনামুড়ার পক্ষে রাহুল বর্মন ৬.৫ ওভারে ১ মেডেন দিয়ে ১৫ রান খরচ করে ৩টি এবং রায়হান আহমেদ আরমান ১০ ওভারে ২ মেডেন দিয়ে ২৮ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া কৈলাসহরের অভিজিৎ কর্লৈই ১০ ওভারে ২ মেডেন দিয়ে ৪৭ রান খরচ করে ৩টি উইকেট তুলে নেন। চমৎকার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে সোনামুড়ার রাহুল বর্মন ম্যাচ সেরার অর্থাৎ "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর খেতাব অর্জন করেন। উল্লেখ্য, এর আগে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলিতে কৈলাসহর তেলিয়ামুড়ার কাছে ৬ উইকেটে, শান্তিরবাজারের কাছে ৬ উইকেটে এবং বিশালগড়ের কাছে ১৫১ রানে হেরেছিল। অন্যদিকে, সোনামুড়া দলও গ্রুপ পর্বে উদয়পুরের সঙ্গে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর মোহনপুরের কাছে ৪১ রানে এবং সদরের কাছে ১৩৩ রানে পরাজিত হয়েছিল, যার জেরে এই অবনমন বাঁচানোর লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল দল দুটি।

আলকারাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন সেরিনা, ঘোষণা আয়োজকদের, সাবালেঙ্কার সঙ্গে জুটি বাঁধলেন জোকোভিচ

ইউএস ওপেনে মিক্সড ডাবলসে ভাল একটি জুটি দেখা যেতে চলেছে। কার্লোস আলকারাজকে পাশে নিয়ে খেলতে নামবেন সেরিনা উইলিয়ামস। শুক্রবার আয়োজকেরা এই কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে মিক্সড ডাবলস নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে সমর্থকদের মধ্যে।শুধু আলকারাজ-সেরিনা জুটিই নয়, ইউএস ওপেনের মিক্সড ডাবলসে আরও কিছু ভাল জুটি দেখা যেতে চলেছে। এরিনা সাবালেঙ্কা এবং নোভাক জোকোভিচ জুটি বেঁধেছেন। এমনিতে তাঁরা মরসুমের বাকি সময়ে একসঙ্গে অনুশীলন করেন। ইউএস ওপেনের প্রদর্শনী ম্যাচেও খেলেছেন। এ বার সাবালেঙ্কা জানিয়েছেন, জোকোভিচ নাকি জুটি গড়ার জন্য তাঁর কাছে 'ভিক্ষা' করেছিলেন। তাই তিনি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২০২৫-এ ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন ইয়া শিয়নটেক এবং ক্যাসপার রুড। তাঁরা এ বারও খেলবেন। এ ছাড়া গত বারের বিজয়ী সারা এরানি এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরিও থাকছেন।

চার বছর খেলার বাইরে থাকার পর এ বছরের শুরুতে টেনিস কোর্টে ফিরেছিলেন সেরিনা। ১৯৯৮-এ মিক্সড ডাবলসে জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন ম্যাক্স মির্নিকে সঙ্গে নিয়ে। তারা উইম্বলডন এবং ইউএস ওপেন জিতেছিলেন। সে বার রোলাঁ গারোজ এবং ১৯৯৯-এ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার-আপ হয়েছিলেন তাঁরা।আলকারাজ দ্বিতীয় বার মিক্সড ডাবলস খেলতে চলেছেন। গত বছর এমা রাডুকানুর সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছিলেন। তিনি চোট সারিয়ে চার মাস পর কোর্টে ফিরছেন।

গত মরসুম ভাল ভাবে শেষ হওয়ার পর উৎসাহিত হয়েছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু নতুন মরসুমের শুরুটা খারাপ ভাবে হল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে। শনিবার প্রথম ম্যাচেই তারা হেরে গেল এ বার প্রথম ডিভিশনে উঠে আসা হাল সিটির কাছে। ব্রুনো ফের্নান্দেজরা হেরেছেন ০-২ গোলে।০০:০১

গত মরসুমের মাঝপথে দায়িত্ব পেয়ে দলকে তিন নম্বরে শেষ করিয়েছিলেন মাইকেল ক্যারিক। তাঁকেই স্থায়ী কোচ হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দুর্বলতা প্রকট হয়ে গেল। ১৭ মিনিটে সেমি আজাইয়ের গোলে এগিয়ে যায় হাল। নিজেদের বক্সে বল ক্লিয়ার করতে না পারার খেসারত দিতে হয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে।

হালের গতি এবং শারীরিক ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই পারছিলেন না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড়েরা। বিশেষ করে যখন বিপক্ষ আক্রমণ করছিল। ক্রমশই চাপ বাড়ছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের উপর। ৩৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে হাল। ফ্রিকিক থেকে লাফিয়ে হেড করে গোল করেন নোবেল মেন্ডি।

রক্ষণের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের শ্লথতা বার বার ধরা পড়ছিল। নৌসের মাজরাউই, হ্যারি ম্যাগুয়ের এবং লিউক শ পাল্লা দিতেই পারছিলেন না হালের ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে। বিরতির পর মার্কাস রাশফোর্ডকে নামান ক্যারিক। বার্সেলোনায় লোনে কাটিয়ে ফিরে ৬১৮ দিন পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন রাশফোর্ড। কিন্তু দাগ কাটতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে এক বার ব্রায়ান এমবিউমো গোলের কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু গোল হয়নি।

এ দিকে, দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে এভার্টন ২-০ হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসকে। গোল করেন কিমান ডিউসবারি-হল এবং থিয়েনো বারি।প্রথম গেমের খেলা দেখে মনে হয়েছিল ইতিহাস তৈরি করবেন গায়ত্রী গোপীচন্দ ও তৃষা জলি। বিশ্বের এক নম্বর জুটি চিনের লিউ শেং শু ও টান নিংকে প্রথম গেমে হারিয়ে দিয়েছিল ভারতের অবাছাই জুটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না তাঁরা। তিন গেমের লড়াইয়ে (২১-১৮, ১৩-২১, ৮-২১) হারতে হল গায়ত্রী ও তৃষাকে। ব্রোঞ্জ জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁদের।

ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতি বার ভারত অন্তত একটি পদক পেয়েছে। সেই ধারা ভাঙতে দিলেন না গায়ত্রী ও তৃষা। সেমিফাইনালে ১ ঘণ্টা ১১ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে মহিলাদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতলেন তাঁরা।

প্রথম গেমে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল গায়ত্রী ও তৃষাকে। দিল্লির ইন্দিরা গাঁধী স্টেডিয়ামে চিনের জুটিকে চাপে রেখেছিলেন তাঁরা। কেউ ভাবতেই পারেননি প্রথম গেম এভাবে জিতে নেবেন তাঁরা। চিনা জুটিকে চাপে দেখাচ্ছিল।

কিন্তু খেলা যত গড়াল, তত সমস্যা বাড়ল ভারতীয় জুটির। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে দাঁড়াতে পারলেন না গায়ত্রী ও তৃষা। দাপট দেখালেন লিউ ও টান। চাপে পড়ে ভুল করতে শুরু করেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়েরা। গোটা স্টেডিয়াম তাঁদের জন্য গলা ফাটালেও কোর্টে তার প্রতিফলন হচ্ছিল না।

প্রথম গেমে চিনের দুই খেলোয়াড় দ্রুত র্যালি শেষ করার চেষ্টা করছিলেন। সেটা করতে গিয়েই ভুল করছিলেন তাঁরা। কিন্তু দ্বিতীয় গেম থেকে ধৈর্য ধরলেন তাঁরা। লম্বা র্যালি খেললেন। তার ফলও পেলেন। একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল, গায়ত্রী ও তৃষা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। খেলার ফলেও তা দেখা গেল। যদিও বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে খালি হাতে ফিরলেন না তাঁরা। জিতলেন ব্রোঞ্জ।

বড় ভবিষ্যদ্বাণী 'গুরু' দ্রাবিড়ের

টি-টোয়েন্টিতে ইতিমধ্যে মাতিয়ে দিয়েছে বৈভব সূর্যবংশী। সেটা আইপিএল হোক বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। যদিও বলা হয়, ক্রিকেটারের আসল পরীক্ষা হয় লাল বলের ক্রিকেটে। বৈভবের মারকুটে ব্যাটিংয়ের ধরন দেখে অনেকেই সংশয়ে, আদৌ টেস্টে সফল হতে পারবে ১৫ বছর বয়সি ক্রিকেটার? এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়। যাঁর 'জহুরির চোখে' বৈভবকে নিলামে কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল রাজস্থানে রয়্যালস।

দ্রাবিড় বলছেন, "আশা করব, সাদা বলে ও যেরকম খেলছে, একদিন লাল বলেও সেরকমই খেলবে। ভারতের হয়েও খেলবে। আর সেটা হলে বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য দারুণ ঘটনা হবে। আমার মনে হয়, বৈভব সেই ভারসাম্য খুঁজে পাবে। আইপিএলে খেলে সাদা বলে খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সবচেয়ে ভালো কথা, ও ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বলে খেলাও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। হয়তো একটু সময় লাগবে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। শুরুতে সফল হয়েছে। তবে জীবনে উত্থানপতন আসবেই। ওর বয়স মাত্র ১৫।"

রাজস্থান রয়্যালসে বৈভবের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর সংযোজন, 'বৈভবকে অনেক দূর যেতে হবে। সাফল্য পাবে, ব্যর্থতাও আসবে। ও বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলতে পারত। তার বদলে দক্ষতা বাড়াতে ভারতে লাল বলে খেলছে। আমরা সবাই চাই টেস্ট ক্রিকেট টিকে থাকুক। আর তার জন্য সব ফরম্যাটে খেলার জন্য বৈভবের মতো ক্রিকেটার প্রয়োজন।"

আসলে কিছুদিন আগেই বড় দায়িত্ব পেয়েছে বৈভব। ১৫ বছর বয়সেই পূর্বাঞ্চল দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে তার হাতে। তারকাদের পিছনে ফেলে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বৈভবকে। অর্থাৎ বৈভবকে শুধু টি-টোয়েন্টি নয়, আরও বড় দায়িত্বে দেখতে চায় বোর্ড। এমনকী ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসেবেও তাকে দেখা হচ্ছে। সাদা বলে বৈভব ইতিমধ্যে সফল। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বৈভবের মোট রান ১৫১। গড় ৫০.৩৩। এর মধ্যে দু'টি হাফসেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ ৮১।

টানা দ্বিতীয় ম্যাচে মেসির গোল

টানা দ্বিতীয় আর মৌসুমের ১৪তম গোলটি করলেন লিওনেল মেসি। কিন্তু ইন্টার মায়ামির দুঃসময় কাটল না। মেজর লিগ সকারে আজ কানাডীয় ক্লাব টরন্টো এফসির কাছে ২-১ গোলে হেরে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে চতুর্থবার হারের তেতো স্বাদ পেল মায়ামি।

শনিবার নিজেদের মাঠে টরন্টোর বিপক্ষে ম্যাচের ৮২ মিনিটে গোলটি করেন মেসি। রদ্রিগো দি পলের বাড়ানো বল প্রথম স্পর্শেই জালে পাঠান আর্জেন্টাইন তারকা। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে চলতি বছর এটি মেসির ২৭তম গোল, ক্যারিয়ারের ৯২৩তম।

ম্যাচে মেসির গোলটি আসে টরন্টো দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর। প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে (৫৯ ও ৬২) দুই গোল করে টরন্টোকে এগিয়ে দেন জশ সার্জেন্ট ও ডেরিক এতিয়েন জুনিয়র। শেষ পর্যন্ত ওই দুই গোলই হয়ে যায় ম্যাচের ব্যবধান। ২১ ম্যাচে এটি টরন্টোর মাত্র পঞ্চম জয় হলেও টানা চার ম্যাচ অপরাজিত থেকে তারা এখন প্লে-অফের লড়াইয়ে ফিরেছে।

অন্যদিকে মায়ামির সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। লিগস কাপে টানা দুই হারের পর গত সপ্তাহে এমএলএসে ন্যাশভিলের কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল তারা। এর পর মাঝসপ্তাহে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে মেসির গোলেই হার এড়িয়েছিল। তার আগে লিগস কাপে প্রথম পর্বেই দুটি হারে বিদায় নেয় মায়ামি।

বৈকুন্ঠ স্মৃতি ফুটবলে ডিয়ার ক্লাবকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে ডিয়ার ক্লাবকে ৮-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। রবিবার বিকেল ৩টায় আয়োজিত এই ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ফুটবল খেলতে থাকে পুলিশ দল। দলের হয়ে নিশা জমাতিয়া (২ ও ৩৪ মিনিট), মেরিনা জমাতিয়া (৬ ও ৩৩ মিনিট) এবং শিবানী দেববর্মা (১৫ ও ৩১ মিনিট) প্রত্যেকেই জোড়া গোল করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন। এছাড়া অনিতা দেববর্মা ৫৭ মিনিটে এবং করিনা ত্রিপুরা ৬৯ মিনিটে একটি করে গোল যোগ করেন। অন্যদিকে, ডিয়ার ক্লাবের পক্ষে ম্যাচের ৫১ মিনিটে একমাত্র সান্ত্বনা সূচক গোলটি করেন নবমিতা চাষা।ম্যাচটিতে চমৎকার পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচ সেরার (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) খেতাব অর্জন করেন নিশা জমাতিয়া। ম্যাচটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন পরিচালক বিশ্বজিৎ নাথ, খোকন সাহা, সুশীল দেববর্মা এবং বিশ্বজিৎ সাহা। এই দুর্দান্ত জয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরা মহিলা পুলিশ দল নিজেদের সুপার লিগে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। জম্পুইজলা প্লে সেন্টার, মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের পর চতুর্থ দল হিসেবে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘও এখন সুপার লিগের দৌড়ে নিজেদের জায়গা কার্যত পাকা করে ফেলেছে।

ম্যাট্রিক্স চেস আকাদেমি দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন অচিরাভ, তমজিৎ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। চ্যাম্পিয়ন হল উদয়পুর মহকুমার অচিরাভ দাস এবং তমজিৎ সাহা। চতুর্থ বর্ষ অপর্ণা দত্ত স্মৃতি রেপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। রবিবার ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমী উদ্যোগে কৃষ্ণনগর একাডেমির অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় আসর। তাতে ৪৫ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেছিল। দু বিভাগে হয় প্রতিযোগিতা। পাঁচ রাউন্ড করে। জুনিয়র বিভাগে পাঁচ রাউন্ডে পুরো পাঁচ পয়েন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উদয়পুর ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির অচিরাভ দাস। চার পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ স্থান দখল করে উদয়পুর ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির স্মিতিকা দাস, ঋদ্ধিমান মজুমদার, আগরতলা একাডেমীর নৃত্যশ্রী বিশ্বাস এবং অর্কশুভ দাস। সিনিয়র বিভাগে পাঁচ রাউন্ডে সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিল উদয়পুর ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির তমজিত সাহা এবং আগরতলা একাডেমির প্রিয়াংশু বিষ্ণু। শেষে ভোকলস পয়েন্টে প্রিয়াংশুকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তমজিৎ। দ্বিতীয় হয়েছে প্রিয়াংশু। ৪ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে আগরতলা একাডেমির নৈরিত দেবনাথ, সানভী ভৌমিক এবং উদয়পুর অ্যাকাডেমির পৃথ্বীরাজ সাহা। খেলা শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। আসর কি ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় দাবারুদের মধ্যে। খেলা পরিচালনা করেন জাতীয় আরবিটর পান্না আহমেদ। আসর সুস্থভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন একাডেমির কোচ কিরীটী দত্ত।

ফাইনালে 'নির্ভীক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী' থাকার আহ্বান স্পেন অধিনায়কের

বিশ্বকাপের ফাইনাল ভিন্ন এক মঞ্চ। যেখানে বাড়তি চাপ, রোমাঞ্চ কাজ করে সবার মাঝেই। আর প্রতিপক্ষ যদি হয় আর্জেন্টিনা, কিছুটা ভয়ও লাগা স্বাভাবিক। আর তাই নির্ভীক থেকে শিরোপার লড়াইয়ে নামতে সতীর্থদের আহ্বান জানিয়েছেন রদ্রি। স্পেনের অধিনায়ক বলেছেন, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত তারা।

নিউ ইয়র্কে ২০ জুলাই বাংলাদেশ সময় ১টায় (এএম) শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে স্পেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথম ফাইনালে লড়বে কোপা আমেরিকা ও ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন।

২০১০ সালে বিশ্ব জয়ের স্বাদ পাওয়া স্পেনের সামনে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জেতার হাতছানি। আসছে লড়াইয়ে নামার আগে নিজেদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসই ঝরল রদ্রির কণ্ঠে। সংবাদ সম্মেলনে এই মিডফিল্ডার বলেছেন, ফাইনালে উঠেই থামতে রাজি নন তারা, পৌঁছাতে চায় সাফল্যের চূড়ায়।

"আমরা ধীরে ধীরে উন্নতির একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যেখানে গত কয়েক বছরে একটি দলকে পরিণত হতে দেখেছি। এই দল এবং এই প্রজন্ম নিজেদের একটি পরিচয় তৈরি করবে আর এখন আমরা বিশ্বকাপের ফাইনালে। দলটির এই পথচলায় আমরা আনন্দিত, তবে এখানেই থেমে যাচ্ছি না; আমাদের লক্ষ্য আরও অনেক দূর।"

স্পেনের হয়ে ইউরো, ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন রদ্রি। পেয়েছেন ব্যালন দ'র জয়ের স্বাদও। কিন্তু বিশ্বকাপ তো যেকোনো ফুটবলারের জন্যই সর্বোচ্চ অর্জন।

"একজন ফুটবলারের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া। আমি নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে খুশি, তবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাড়না সবসময়ই থাকে।"এবারের বিশ্বকাপে দারুণ ছন্দে আছে স্পেন। বিশেষ করে, তাদের রক্ষণভাগ নিয়ে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আলোচনা। এখন পর্যন্ত যে স্রেফ একটি গোল হজম করেছে তারা। নিজেদের পুরো দলকেই ভারসাম্যপূর্ণ বলছেন রদ্রি। কিছু দুর্বলতাও আছে, তবে সেসব খোলাসা করতে চাননি তিনি।।

"আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই আছে। তবে দুর্বলতা কম, আর সেগুলো আমি নিজের কাছেই রাখব।"

আর আর্জেন্টিনা তো চলতি আসরে একের পর এক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেই যাচ্ছে। টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের দুয়ারে থাকা দলটির লড়াকু মানসিকতার কথা মাথায় রেখেই আসছে লড়াইয়ে নামবে স্পেন।

"যে বিষয়টির কথা বলা হচ্ছে, তা হলো, এই দলের (আর্জেন্টিনা) লড়াকু মানসিকতা, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এবং তাদের দৃঢ়তা।

নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হলে জয়ের তাড়না থাকার বিকল্প দেখেন না রদ্রি। স্বাভাবিক খেলাটা খেলেই আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিততে চান তারা।

"আমাদের জেতার লক্ষ্যেই মাঠে নামতে হবে, বিশ্বকাপ জেতার জন্য সংকল্পবদ্ধ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। আর আমার মনে হয়, এর মানে হলো পুরো ম্যাচ জুড়েই আমাদের নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলে যেতে হবে।"

রদ্রি মনে করছেন, ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমি-ফাইনালের তুলনায় ফাইনাল ম্যাচটি হবে আরও বেশি শরীর নির্ভর। তবে এসবের জন্যও নিজেদের প্রস্তুত রেখেছেন তারা।"রোববারের ম্যাচটি ভিন্ন হবে। আমার মনে হয়, এটা আরও বেশি লড়াইয়ের, আরও বেশি শরীর নির্ভর ম্যাচ হবে, এবং আমাদের সেই অনুযায়ী প্রস্তুত থাকতে হবে।"

নেদারল্যান্ডসের কাছে ভারতের হার !

তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে ভেঙে পড়ল ভারতের রক্ষণ। একটি গোল করলেও রক্ষণের দোষে তিনটি গোল হজম করতে হল তাদের। তার খেসারত দিতে হল দলকে। হকি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডস ৩-১ গোলে হারাল ভারতকে। এই হারের ফলে হরমনপ্রীত সিংহদের সেমিফাইনালে ওঠার আশা প্রায় শেষ। বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা।

সাতটি পেনাল্টি কর্নার পেয়েছিল ভারত। মাত্র একটি গোল হল। ওপেন প্লে থেকেও সুযোগ তৈরি করেছিলেন হার্দিক সিংহেরা। কিন্তু গোল করতে পারলেন না তাঁরা। তাতেই ডুবল ভারত।

শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচ ইংল্যান্ড জিতলে বা ড্র করলেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেবে ভারত। যদি ইংল্যান্ড হারে, তবেই একমাত্র বেঁচে থাকবেন হরমনপ্রীতেরা।

অথচ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে শুরুটা ভারত খারাপ করেনি। প্রথম ১৫ মিনিটে ভারতই বেশি সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু গোল করতে পারেনি তারা। দ্বিতীয় কোয়ার্টার থেকে খেলায় ফেরে নেদারল্যান্ডস। ঘরের মাঠের সুবিধা তুলতে শুরু করে তারা। এই মাঠে ২০২৪ সালের পর থেকে কেন তারা হারেনি তা আরও এক বার দেখাল নেদারল্যান্ডস।

ভারত দ্বিতীয় কোয়ার্টারে চাপে পড়লেও গোল খায়নি। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টার ভারতের রক্ষণ ভেঙে পড়ল। ক্রমাগত আক্রমণের ফসল তুলল ডাচেরা। কারকেরার জোরালো শটে স্টিক ছুঁইয়ে গোল করলেন ডুকো টেলগেনক্যাম্প।

ভারত গোল শোধের অনেক সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু এই ম্যাচে হতাশ করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। বেশির ভাগ সময় সাইডলাইনে বসে কাটালেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, কোমরের পুরনো ব্যথা ফিরে এসেছে। তিনি না থাকায় পেনাল্টি কর্নারের সুবিধা তুলতে পারল না ভারত। হরমনপ্রীত যে কয়েকটি পেনাল্টি কর্নারে শট মারলেন, তা-ও খুব একটা ভাল মানের নয়।

একটিই শট গোলে মারেন হরমনপ্রীত। গোটা ম্যাচে সেই এক বারই হাসি ফোটে ভারতীয় সমর্থকদের মুখে। তবে তার আগেই হোয়েডেমেকার্স নেদারল্যান্ডসের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। ফলে গোল করার পরেও আক্রমণ করা ছাড়া উপায় ছিল না ভারতের। সেটা করতে গিয়ে রক্ষণে ফাঁক তৈরি হল। তা কাজে লাগিয়ে নেদারল্যান্ডসের তৃতীয় গোল করলেন থিস ভ্যান ড্যাম। সেখানেই শেষ হয়ে গেল ভারতের ফেরার স্বপ্ন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পুনর্বাসিত ব্রু-রিয়াং জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের রু শরণার্থীরা পুনর্বাসন পেয়েছেন। কিন্তু শুধু পুণর্বাসন প্রদানই নয়, সরকার বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নেও সচেষ্ট রয়েছে। আজ গোমতী জেলার অমরপুরের আনন্দধারা টাউন হলে আয়োজিত রাজ্যস্তরের টুল কিট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত ব্রু প্রার্থীদের হাতে টুল কিট তুলে দিয়ে প্রধান অতিথির ভাষনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রু প্রার্থীদের স্টাইপেন্ড প্রদানের প্রক্রিয়ার সূচনা করেন এবং দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে মোট ১,৮৭৭টি টুল কিট এবং ২৫৫টি ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ৪,৫৫৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীর প্রত্যেককে ২,০০০ টাকা করে মোট ৯১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৮ সাল নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্রু রিয়াং গোষ্ঠীর স্থায়ী পুর্ণবাসন ও সমস্যার দীর্ঘমিয়াদী সমাধান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কাজ করে চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে পুনর্বাসিত রু-রিয়াংদের জন্য স্থায়ী জীবিকা ও আয়ের সুযোগ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রকৃত অর্থে পুনর্বাসন তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন প্রতিটি পরিবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং মর্যাদার সঙ্গে উপার্জন করতে সক্ষম হয়। আজ যে টুল কিটগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা অবিলম্বে উপার্জনের সুযোগ পাবেন। কারণ তারা যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, সেই প্রশিক্ষণকে বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এখন তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিক নির্দেশনার কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য হল যুবক প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সেই প্রশিক্ষণকে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করা। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই রু প্রার্থীদের মৌলিক পরিষেবা প্রদান করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় দক্ষতা উন্নয়ন হল স্বাভাবিক পরবর্তী পদক্ষেপ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক ব্রু প্রার্থীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তার মুখের অভিব্যক্তি থেকেই স্পষ্ট যে, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তার জীবনে প্রকৃত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বজ্রপাতে বহু বাড়িঘরের ক্ষতি

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের জেরে খোয়াই পূর্বগণকি এলাকায় একটি বাড়িতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, শনিবার রাতে আনুমানিক ১০টা নাগাদ এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে একের পর এক বজ্রপাত শুরু হয়। সেই সময় খোয়াই পূর্বগণকি এলাকার বাসিন্দা সুব্রত দেবের বাড়ির কাছাকাছি হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়।

বজ্রপাতের প্রভাবে বাড়ির দুটি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ঘরের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যায় বলে জানা গেছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে বাড়িতে থাকা সুব্রত দেব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি।

সুব্রত দেব জানান, বজ্রপাতের ঘটনায় তাঁর বাড়িতে প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হওয়ায় তিনি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

বজ্রপাতের ঘটনায় এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোনও প্রাণহানির ঘটনা না ঘটায় স্বস্তি ফিরেছে পরিবারে।

স্মার্ট মিটার বাতিলসহ একাধিক দাবিতে লক্ষণঢেপা বাজারে সিপিআইএমের প্রতিবাদ মিছিল

কাঁঠালিয়া, ২৩ আগস্ট: দীর্ঘদিন পর লক্ষণঢেপা বাজারে সিপিআইএমের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সিপিআইএম নলছড় অঞ্চল কমিটির আহ্বানে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্মার্ট মিটার বাতিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ, আবাসন প্রকল্পে ঘর নির্মাণের বরাদ্দ বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা এবং ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়াসহ একাধিক দাবিতে সরব হন দলীয় নেতৃত্ব। এদিন লক্ষণঢেপা বাজারে প্রথমে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বাজারের বিভিন্ন পথ ও অলিগলি পরিক্রমা করে পরে বাজারে আয়োজিত পথসভায় গিয়ে মিলিত হয়। কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন নিত্য দেবনাথ। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী এবং সিপিআইএম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও বিদ্যুৎ মাশুলের প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁদের বক্তব্যে। স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর যাতে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবিও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন বক্তারা। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।

এছাড়াও আবাসন প্রকল্পের আওতায় ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করার দাবি জানানো হয়। স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সংকট এবং সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়েও সভায় আলোচনা হয়।

সভায় সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উপর ক্রমাগত শোষণ ও বঞ্চনা চলতে থাকলে মানুষ প্রতিবাদে আরও সোচ্চার হবে এবং আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ আগস্ট: ধর্মনগরের রাজবাড়ী এলাকার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল পরপর তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আনুমানিক সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ আচমকাই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে একটি টায়ারের দোকানে আগুন লাগে। পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি ফোল্ডিংয়ের দোকান এবং একটি গ্যারেজে। আগুনের তীব্রতায় তিনটি প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দোকানগুলিতে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী, সরঞ্জাম ও মালামাল পুড়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

টায়ারের দোকানের মালিক টিংকু শীল জানান, এই মুহূর্তে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি বলে তিনি জানান।

অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আগুন নেভানোর সময় বৃষ্টিও শুরু হয়। তবে ততক্ষণে তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি। আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে এবং কীভাবে হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও নির্ধারণের চেষ্টা চলছে।

হাসপাতালের কাছে মদের ঠেক ভাঙলেন মহিলারা

ধর্মনগর, ২৩ আগস্ট: প্রশাসনের পদক্ষেপের অপেক্ষা না করে অবৈধ দেশি মদের দোকানের বিরুদ্ধে সরব হলেন এলাকার মহিলারা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল থেকে মাত্র প্রায় ৫০ মিটার দূরে অবৈধভাবে দেশি মদের দোকান গড়ে ওঠার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা গেছে, রবিবার সকাল আনুমানিক ৯টা নাগাদ এলাকার প্রমিলা বাহিনীর সদস্যরা ওই দোকানে যান। সেখানে মদসহ বিভিন্ন সামগ্রী দেখতে পান বলে তাঁদের অভিযোগ। এরপর ক্ষুব্ধ মহিলারা দোকান থেকে মদ ও অন্যান্য সামগ্রী বের করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেন। পাশাপাশি দোকানের বিভিন্ন অংশে ভাঙচুর চালানো হয়। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় মদের ঠেক চলছিল। এর ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চলাচলেও সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। বিশেষ করে শিশু, ছাত্রছাত্রী ও বয়স্ক মহিলাদের ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাঁদের।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, ভাঙচুর করা দোকানগুলির অধিকাংশই সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছিল। জেলা হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের মাত্র কয়েক মিটার দূরে কীভাবে এই ধরনের মদের দোকান চলছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে। অবৈধ মদের দোকান এবং সরকারি জমি দখলের অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

ধান কেনা নিয়ে সোনামুড়ায় উত্তেজনা

সোনামুড়া, ২৩ আগস্ট: সরকারি উদ্যোগে ধান কেনাকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া এগ্রি মার্কেটে উত্তেজনা ছড়ায়। ধানের গুণমান যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট হারে ধান বাদ দেওয়ার অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৃষকরা। তাঁদের অভিযোগ, ধান কেনার সময় প্রায় ৫ শতাংশ ধান বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে দাবি কৃষকদের।

শনিবার, ২৩ আগস্ট থেকে সোনামুড়া এগ্রি মার্কেটে সরকারি উদ্যোগে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুই দিন ধরে এই ধান ক্রয় প্রক্রিয়া চলার কথা রয়েছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের উৎপাদিত ধান নিয়ে বাজারে হাজির হন কৃষকরা।

তবে ধানের গুণমান যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট শতাংশ ধান বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। কৃষকদের অভিযোগ, বাজারে ধান নিয়ে আসার পর ৫ শতাংশ ধান বাদ দেওয়া হলে তাঁদের সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। তাঁদের দাবি, ধান নিয়ে আসার আগেই কত শতাংশ ধান বাদ দেওয়া হবে, তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে কৃষকরাও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

অন্যদিকে, ফুড ইনচার্জ রাজ মলসন জানান, ধানের গুণমান যাচাই করার পর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শতাংশ ধান বাদ দেওয়া হয়। তিনি জানান, বড় ধানের ফলন ভালো না হওয়ায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি পর্যায়ে এ ধরনের ধান সাধারণত কেনা হয় না। তবে বিশেষ অনুমতি নিয়ে সোনামুড়ায় ধান কেনার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ফুড ইনচার্জ রাজ মলসন এবং এগ্রিকালচার ইন্সপেক্টর সুব্রত দেববর্মা। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর কৃষকদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে ধান কেনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর কৃষকরাও সেই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানান এবং ফের ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এদিনের ঘটনায় ধানের গুণমান ও বাদ দেওয়ার শতাংশ নিয়ে তৈরি হওয়া মতবিরোধ শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে মিটে যায়। তবে কৃষকদের দাবি, ভবিষ্যতে ধান বাজারে নিয়ে আসার আগেই ধানের মানদণ্ড, সরকারি নিয়ম এবং কত শতাংশ ধান বাদ দেওয়া হবেএসব বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হোক। এতে পরবর্তীতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ আগস্ট: ধর্মনগরের রাজবাড়ী এলাকার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল পরপর তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আনুমানিক সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ আচমকাই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে একটি টায়ারের দোকানে আগুন লাগে। পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি ফোল্ডিংয়ের দোকান এবং একটি গ্যারেজে। আগুনের তীব্রতায় তিনটি প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দোকানগুলিতে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী, সরঞ্জাম ও মালামাল পুড়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

টায়ারের দোকানের মালিক টিংকু শীল জানান, এই মুহূর্তে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি বলে তিনি জানান।

অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দমকল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর পুর এলাকায় নিম্নমানের ড্রেন নির্মাণের অভিযোগ, কাজ বন্ধ করলেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

কৈলাসহর, ২৩ আগস্ট: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে নগর উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় চলমান ড্রেন নির্মাণের কাজে নিম্নমান ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। রবিবার পুর পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে থানা সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ড্রেন নির্মাণের কাজ চললেও কাজের গতি অত্যন্ত ধীর। কোথাও রাস্তার পাশে মাটি ও নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখায় যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় ড্রেন সঠিকভাবে নির্মাণ না করে আঁকাবাঁকা অবস্থায় তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের।

এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, নির্মাণকাজের গুণমান নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্টদের জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত রবিবার ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা নির্মাণস্থলে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।

স্থানীয়দের দাবি, ড্রেন নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রী ও নির্মাণের গুণমান খতিয়ে দেখতে হবে। অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে প্রকল্পের নির্ধারিত মান বজায় রেখে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, একই বিষয় নিয়ে সম্প্রতি নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন সমাজসেবী সমীর পুরকায়স্থ। তাঁর অভিযোগেও ড্রেন নির্মাণের কাজের গুণমান ও বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ তফসিল দিবসে আগরতলায় আইপিএফটি -র র‍্যালি, ফের উঠল ‘তিপরাল্যান্ড’-এর দাবি

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: ষষ্ঠ তফসিল দিবস উপলক্ষে রবিবার আগরতলায় র‍্যালি ও জনসমাবেশের আয়োজন করল আইপিএফটি এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি। এদিনের কর্মসূচি থেকে ফের ‘তিপরাল্যান্ড’ রাজ্য গঠনের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরেন দলীয় নেতারা।

মরা চৌমুহনী এলাকায় এই জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে আইপিএফটি-র উদ্যোগে একটি র‍্যালি বের করা হয়। দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে র‍্যালিটি আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মরা চৌমুহনীতে পৌঁছয়। সেখানে পরে অনুষ্ঠিত হয় জনসমাবেশ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইপিএফটি নেতারা তিপরাল্যান্ড গঠনের দাবি পুনরায় তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্য, ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, স্বার্থ ও নিজস্ব পরিচয় রক্ষার জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার ও সুরক্ষার প্রসঙ্গেও ষষ্ঠ তফসিলের গুরুত্ব তুলে ধরেন তাঁরা।

দলীয় নেতাদের বক্তব্যে এদিনের কর্মসূচিতে ষষ্ঠ তফসিল দিবস উদযাপনের পাশাপাশি পৃথক রাজ্যের রাজনৈতিক দাবিও বিশেষ গুরুত্ব পায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা এবং আরও সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে সংগঠনগুলির অবস্থানও তুলে ধরা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি-র সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং এবং ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এছাড়াও দলের অন্যান্য নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা র‍্যালি ও জনসমাবেশে অংশ নেন।

ষষ্ঠ তফসিল দিবসের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগরতলায় ফের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে তিপরাল্যান্ডের দাবি। আদিবাসী অধিকার, সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং পৃথক রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে আইপিএফটি-র রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এই ইস্যু আগামী দিনেও গুরুত্ব পাবে বলে দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে।

বিধায়কের কাজে বাধার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট ।। ১৩ প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন বাম বিধায়ক রামু দাস। তাঁর অভিযোগ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর নামে লাগানো ফলকগুলি প্রতিহিংসামূলকভাবে ভেঙে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ১২ থেকে ১৩টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে ওই কাজগুলির পাশে বিধায়ক রামু দাসের নামে ফলক স্থাপন করা হয়। অভিযোগ, এর মধ্যে অধিকাংশ ফলকই দুষ্কৃতীরা ভেঙে ফেলেছে। রবিবার এমনই কয়েকটি ভাঙা ফলকের ছবি সামনে আসে। বিধায়কের অভিযোগ, তিনি বিরোধী দলের বিধায়ক হওয়ায় উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমনকি তাঁর নাম সম্বলিত ফলক রাখা যাবে নাএই মানসিকতা থেকেই পরিকল্পিতভাবে ফলকগুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিধায়ক রামু দাস বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের ফলক ভাঙা অত্যন্ত নিন্দনীয়। উন্নয়নের কাজকে রাজনৈতিক বিরোধিতার ঊর্ধ্বে রাখার পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলেও দাবি জানান তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

চারিপাড়া থেকে কুখ্যাত চোর আটক, চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: রাজধানী সংলগ্ন চারিপাড়া এলাকা থেকে এক কুখ্যাত চোরকে আটক করেছে আমতলী থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মালু মিয়া। তার কাছ থেকে বিভিন্ন চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আমতলী থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চারিপাড়া এলাকা থেকে মালু মিয়াকে আটক করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে ওই ব্যক্তি বিভিন্ন চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে তথ্য উঠে এসেছে। তার কাছ থেকে বেশ কিছু সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ব্যক্তি একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। তার বিরুদ্ধে অতীতের চুরি সংক্রান্ত অভিযোগও খতিয়ে দেখা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রান্সফরমারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গবাদিপশুর মৃত্যু, দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

উদয়পুর, ২৩ আগস্ট: বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতি ও অসাবধানতার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গঙ্গাছড়া কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার দুপুরে ট্রান্সফরমারে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে একটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কাকরাবন থানার অন্তর্গত গঙ্গাছড়া কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গেছে, এদিন আনুমানিক দুপুর ১২টা নাগাদ কাকরাবন ব্লকের গঙ্গাছড়া কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মতিলাল সিংহের গৃহপালিত একটি গাভী দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। এরপর সেটি এলাকার একটি বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের সংস্পর্শে আসতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কাকরাবন থানার দুই কনস্টেবল ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পাশাপাশি এলাকার সমাজসেবীরাও সেখানে উপস্থিত হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রান্সফরমারটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত হলেও সেটির চারপাশে নিরাপত্তার জন্য জিআই তারের বেড়া দেওয়া হয়নি। ফলে মানুষ ও গবাদিপশু উভয়ের জন্যই এটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। শুধু তাই নয়, ট্রান্সফরমারের দুটি আর্থিং তারের মধ্যে একটি ছেঁড়া অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

এলাকাবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ট্রান্সফরমারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, দপ্তরের এই গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়দের আরও উদ্বেগ, ট্রান্সফরমারটির পাশেই রয়েছে কালীবাড়ির মাঠ। প্রতিদিন বিকেলে সেখানে বহু শিশু ও কিশোর ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলতে আসে। ফলে দ্রুত ট্রান্সফরমারটির চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি না করা হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

এদিকে গাভীটির মৃত্যুতে গভীরভাবে ভেঙে পড়েছেন মালিক মতিলাল সিংহ। পরিবারের দাবি, ওই গাভীটিই ছিল তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস। ফলে গাভীটির মৃত্যুতে পরিবারের উপার্জনের পথও কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এলাকাবাসীর প্রশ্ন, আর কত বড় দুর্ঘটনা ঘটলে বিদ্যুৎ দপ্তরের টনক নড়বে? জনবহুল এলাকার এই ট্রান্সফরমারটি কবে নিরাপদ করা হবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পাঁচ দফা দাবিতে ২৫ আগস্ট গণধর্নার ডাক ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: পাঁচ দফা দাবিতে আগামী ২৫ আগস্ট রাজধানীতে গণধর্না কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়। সংগঠনের প্রতিনিধি ধনমনি সিং অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জুটমিলের শ্রমিক, কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া টাকা পরিশোধের প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা নিয়ম মেনে ও স্বচ্ছভাবে করা হচ্ছে না।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ২৫ আগস্ট সকাল ১১টা থেকে পিএফ অফিসের সামনে গণধর্না অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে পিএফ কমিশনারের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিব আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা ও ডিজিটালাইজেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৩ আগস্ট: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে আজ অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাখের, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্য সচিব হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, বিগত কয়েক বছরে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের নমুনা বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হলেও বর্তমানে সিংহভাগ টেস্ট হাসপাতালেই সম্পন্ন হচ্ছে। হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, ইসিজি এবং উন্নত অপারেশন থিয়েটার-সহ মা ও শিশু চিকিৎসার আধুনিক পরিষেবা চালু রয়েছে। এছাড়া থাইরয়েড ও সিবিসি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন শীঘ্রই চালু করা হবে। পাশাপাশি, হাসপাতালে বর্তমানে কর্মরত ৭ জন চিকিৎসকের সঙ্গে পূর্ণকালীন অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ এবং জুনিয়র ডাক্তার বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রশাসনের আবেদনটি দ্রুত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন তিনি। অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫০ জন রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসা নেন এবং মাসে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন রোগীকে উদয়পুর বা জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্বাস্থ্য সচিব স্পষ্ট জানান, প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ও পরিকাঠামো যুক্ত করে এই রেফারেল সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনাই দপ্তরের প্রধান লক্ষ্য, যাতে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে বাড়ির কাছেই উন্নত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়।

অমরপুর হাসপাতালে ওটি পরিষেবা চালু রয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব শ্রী গিত্তে সব নাগরিকের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, হাসপাতালে নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্রোপচার ও জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে রক্তের পর্যাপ্ত মজুত প্রয়োজন। রক্তের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করতে স্থানীয় ক্লাব, সামাজিক সংগঠন ও গ্রামবাসীদের নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজনের জন্য তিনি আন্তরিক আবেদন জানান।

আগরতলার সিভিল হাসপাতালের আদলে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালেও ডিজিটাল ও পেপারলেস পরিষেবা গড়ে তোলার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। স্বাস্থ্যসেবাকে আরও দ্রুত, সহজ এবং শতভাগ ডিজিটাল করতে হাসপাতালগুলোতে চালু করা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট (আভা কার্ড)। আগামীতে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন, এক্স-রে, ইউএসজি ও অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্ট এবং ডিসচার্জ সার্টিফিকেট সরাসরি রোগীর হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হবে।

স্বাস্থ্য সচিবের পরিদর্শন শেষে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা হাসপাতালেই একটি বিশেষ পর্যালোচনা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 24-08-2026, 00:57